

সূরা ১৮ কাহফ, মাক্কী

١٨ - سورة الكهف، مَكِّيَّة

আয়াত ১১০, রুকু ১২

(يَا أَيُّهَا : ١١٠، رُكُوعُهَا : ١٢)

সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ ১০ আয়াতের মর্যাদা

সূরার ফাযীলাত বিশেষ করে প্রথম দশটি আয়াতের ফাযীলাতের বর্ণনা এবং সূরাটি যে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষাকারী উহার বর্ণনা :

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একজন সাহাবী এই সূরাটি পাঠ করতে শুরু করেন। তার বাড়ীতে একটি পশু ছিল, সে ভয়ে লাফাতে শুরু করে। সাহাবী গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে সামিয়ানার মত এক খন্ড মেঘ দেখতে পান যা তার উপর ছায়া দিচ্ছিল। তিনি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : তুমি এটি পাঠ করতে থাক। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে ঐ সাকীনা যা কুরআন পাঠের সময় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। (আহমাদ ৪/২৮১, ফাতহুল বারী ৬/৭১৯, মুসলিম ১/৫৪৮) এই সূরা পাঠকারী সাহাবী ছিলেন উসায়দ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ), যেমনটি সূরা বাকারাহর তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি।

মুসনাদ আহমাদে আরও এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষা করা হবে। (আহমাদ ৫/১৯৬) সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ এবং নাসাই গ্রন্থসমূহেও এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (হাদীস নং ১/৫৫৫, ৪/৪৯৭, ৬/২৩৬) জামে তিরমিযীতে প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। (তিরমিযী ৮/১৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

মুসতাদরাক হাকিমের মারফু রূপে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করে তার জন্য দুই জুমু‘আর মধ্যবর্তী সময় আলোকিত হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন : এ হাদীসের বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩৬৮)

ইমাম বাইহাকীর (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফকে ঐভাবে পাঠ করবে যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, তার জন্য কিয়ামাতের দিন জ্যোতি হবে। (বাইহাকী ৩/২৪৯)

<p>পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.</p>
<p>১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি অসঙ্গতি রাখেননি।</p>	<p>۱. أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا</p>
<p>২। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং বিশ্বাসীগণ, যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার</p>	<p>۲. قِيمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا</p>
<p>৩। যেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী</p>	<p>۳. مَّكَثِينَ فِيهِ أَبَدًا</p>
<p>৪। এবং সতর্ক করার জন্য তাদেরকে যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।</p>	<p>۴. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا</p>
<p>৫। এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরও ছিলনা; তাদের মুখ-নিঃসৃত</p>	<p>۵. مَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ</p>

বাক্য কি উদ্ভট! তারাতো
শুধু মিথ্যাই বলে।

أَفَوَهُمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

পবিত্র কুরআনে রয়েছে সুখবর এবং সতর্ক বাণী

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের শুরুতে ও শেষে তাঁর প্রশংসা করে থাকেন। সর্বাবস্থায়ই তিনি প্রশংসার যোগ্য, প্রথমে ও শেষে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি স্বীয় নাবীর উপর কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন যা তাঁর একটি বড় নি'আমাত। এর মাধ্যমে আল্লাহর সমস্ত বান্দা অন্ধকার হতে বেরিয়ে আলোর দিকে আসে। এই কিতাবকে তিনি সরল-সোজা ও সঠিক রেখেছেন। এতে কোনই বক্রতা নেই এবং নেই কোন ত্রুটি। এটি সুস্পষ্ট, পরিস্কার ও প্রকাশমান। এই কিতাব অসং লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে এবং সং লোকদেরকে সুসংবাদ দেয়।

لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ এটি বিরুদ্ধাচরণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভয়াবহ শাস্তির খবর দেয়, যে শাস্তি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দুনিয়ায়ও হবে এবং আখিরাতেও হবে, এমন শাস্তি যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ দিতে পারেনা।

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا যারা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, ঈমান আনবে এবং আমল করবে, এই কিতাব তাদেরকে মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দিচ্ছে, যে পুরস্কার হচ্ছে চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর যা তারা জান্নাতে প্রাপ্ত হবে, যা কখনও ধবংস হবেনা এবং যে নি'আমাতরাশি চিরকাল বজায় থাকবে।

وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا এ এই কিতাব ঐ লোকদেরকে ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছে যারা বলছে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। যেমন মাক্কার মুশরিকরা বলত যে, মালাইকা/ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা (নাউয়ুবিল্লাহ মিন যালিকা)। না জেনে শুনেই তারা এ কথা বলত। শুধু তারাই নয়, তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ কথা বলত।

তাদের কথা যে খুবই মন্দ ও জঘন্য তারই এখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা মিথ্যা ও অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, إِن يَقُولُونَ كَذِبًا তারা শুধু মিথ্যা বলে।

সূরা কাহফ নাখিল হওয়ার কারণ

এই সূরার শানে নুযুল সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : কুরাইশরা নাযার ইব্ন হারিস ও উকবাহ ইব্ন মুঈতকে মাদীনার ইয়াহুদী আলেমদের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং তাদেরকে বলে : তোমরা তাদের কাছে গিয়ে তাদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে। তারাই প্রথম কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। পূর্ববর্তী নাবীগণ সম্পর্কে তাদের বেশি জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের মতামত কি তা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। এই দু’জন তখন মাদীনার ইয়াহুদী আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাক্যাবলী ও গুণাবলী বর্ণনা করে। তারা এদেরকে বলে : দেখ, আমরা তোমাদেরকে একটা মীমাংসায়ুক্ত কথা বলছি। তোমরা ফিরে গিয়ে তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করবে। যদি তিনি উত্তর দিতে পারেন তাহলে তিনি যে সত্য নাবী এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে তাঁর মিথ্যাবাদী হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবেনা। তখন তোমরা তাঁর ব্যাপারে যা ইচ্ছা করতে পার। (১) তোমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করবে : পূর্বযুগে যে যুবকগণ বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের ঘটনা বর্ণনা করুন। এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা। (২) তারপর তাঁকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যিনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসেছিলেন। (৩) আর তাঁকে তোমরা রুহের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। যদি তিনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন তাহলে তোমরা তাঁকে নাবী বলে স্বীকার করে তাঁর অনুসরণ করবে। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে জানবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী। সুতরাং যা ইচ্ছা তাই করবে।

এরা দু’জন মাক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে বলল : “চূড়ান্ত ফাইসালার কথা ইয়াহুদী আলেমগণ বলে দিয়েছেন। সুতরাং চল আমরা তাকে প্রশ্নগুলি করি।” অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে এবং তাঁকে ঐ তিনটি প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে বললেন : তোমরা আগামীকাল এসো, আমি তোমাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) বলতে ভুলে যান। এরপর পনের দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর কাছে না কোন অহী আসে, আর না আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে এই প্রশ্নগুলির জবাব জানিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে মাক্কাবাসী সন্দেহ করতে থাকে এবং পরস্পর বলাবলি করে : দেখ, এক দিনের ওয়াদা ছিল, অথচ আজ পনের দিন কেটে গেল, তবুও সে জবাব দিতে পারলনা। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিগুণ দুঃখে জর্জরিত হতে লাগলেন। একতো কুরাইশদেরকে জবাব দিতে না পারায় তাদের কথা শুনতে হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ অহী আসা বন্ধ হয়েছে। এরপর জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং সূরা কাহফ অবতীর্ণ হয়। এতেই ইনশাআল্লাহ না বলায় তাঁকে ধমকানো হয়, ঐ যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়, ঐ ভ্রমণকারীর বর্ণনা দেয়া হয় এবং রুহের ব্যাপারেও জবাব দেয়া হয়।

<p>৬। তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।</p>	<p>٦. فَلَعَلَّكَ بَخِيعُ نَفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمَّ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا</p>
<p>৭। পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভনীয় করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ?</p>	<p>٧. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا</p>
<p>৮। ওর উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করব।</p>	<p>٨. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا</p>

কাফিরেরা ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত না হতে আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন : হে নাবী! মুশরিকরা যে তোমার নিকট থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং ঈমান আনছেননা এতে তুমি

মোটাই দুঃখ করনা। এভাবে মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৮) অন্যত্র আছে :

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

তাদের জন্য দুঃখ করনা। (সূরা নাহল, ১৬ : ১২৭) আর এক আয়াতে আছে :

لَعَلَّكَ بَخْعُ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

তারা মু‘মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনঃকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ : ৩) এখানেও তিনি বলেন :

تَارَا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ তারা এই বাণী বিশ্বাস করছেননা বলে তাদের পিছনে পড়ে থেকে তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়না। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। দা‘ওয়াতের কাজে অবহেলা করনা। যে সুপথ প্রাপ্ত হবে সে নিজেরই মঙ্গল সাধন করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে সেও নিজেরই ক্ষতি করবে। প্রত্যেকের আমল তার সাথেই থাকবে।

পৃথিবী হল পরীক্ষা ক্ষেত্র

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : দুনিয়া ধ্বংসশীল। এর শোভা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর আখিরাত অবশিষ্ট থাকবে। এর নি‘আমাত চিরস্থায়ী। তাই তিনি বলেন : إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا : পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভনীয় করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

আবু সালামাহ (রহঃ) আবু নাদরাহ (রহঃ) হতে, তিনি আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দুনিয়া হচ্ছে মিষ্ট, সবুজ রং বিশিষ্ট। আল্লাহ তাতে তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধি বানিয়ে দেখতে চান তোমরা কেমন আমল কর। তোমরা দুনিয়া হতে ও মহিলাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। বানী ইসরাঈলের সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল নারীদের থেকে। (তাবারী ৩/২২) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا যমীন অনাবাদী পড়ে থাকবে। তাতে কোন প্রকার উদ্ভিদ থাকবেনা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, এর উপরিস্থিত সবকিছু ধ্বংস করে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে। (তাবারী ১৭/৫৯৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : উহা হবে শুষ্ক, উদ্ভিদশূন্য এবং অনুর্বর। (তাবারী ১৭/৫৯৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তা হবে বৃক্ষ-লতাহীন সমতল ভূমি। (তাবারী ১৭/৬০০)

<p>৯। তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?</p>	<p>۹. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا</p>
<p>১০। যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল : হে আমাদের রাব্ব! আপনি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।</p>	<p>۱۰. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ءَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا</p>
<p>১১। অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিলাম।</p>	<p>۱۱. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا</p>
<p>১২। পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম এটা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের অবস্থিতি</p>	<p>۱۲. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ</p>

কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

الْحَزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا

গুহাবাসীর ঘটনার বর্ণনা

আসহাবে কাহফের ঘটনা প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হচ্ছে, পরে এর বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : **أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ** আসহাবে কাহফের এই ঘটনাটি আমার ক্ষমতা প্রকাশের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র। এর চেয়ে বড় বড় ঘটনা দৈনন্দিন তোমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, দিন ও রাতের পরিবর্তন, সূর্য ও চন্দ্রের আনুগত্য ইত্যাদি হচ্ছে মহাক্ষমতাবানের ক্ষমতার নির্দর্শন, যেগুলি এটাই প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ তা‘আলা সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর কাছে কোন কিছুই কঠিন নয়। আসহাবে কাহফের চেয়েও বড় বড় বিস্ময়কর ঘটনা তোমাদের সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলা হয়েছে : হে নাবী! কিতাব ও সুন্নাহর যে জ্ঞান আমি তোমাকে দান করেছি তার গুরুত্ব আসহাবে কাহফের ঘটনা অপেক্ষা অনেক বেশী। (তাবারী ১৭/৬০১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : অনেক সাক্ষী ও প্রমাণ আমি বান্দাদের উপর খুলে দিয়েছি যা আসহাবে কাহফের ঘটনা অপেক্ষা বেশি প্রকাশমান। (তাবারী ১৭/৬০১)

কাহফ বলা হয় ঐ পাহাড়ের গর্তকে যেখানে এই যুবকরা লুকিয়েছিলেন। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, রাকীম হল ঈলা পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী একটি উপত্যকার নাম। (তাবারী ১৭/৬০২) আতিয়িয়া (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, কাহফের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইহা হল একটি গুহা এবং ‘রাকীম’ হচ্ছে ওর উপত্যকার নাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ‘রাকীম’ হচ্ছে ঐ জায়গার একটি অট্টালিকার নাম। অন্যান্যরা বলেন যে, ‘রাকীম’ হচ্ছে ঐ পাহাড়ের নাম। (তাবারী ১৭/৬০২)

আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ‘রাকীম’ সম্পর্কে বলেন : কা‘ব (রাঃ) বলতেন যে, উহা হল একটি শহর। ইব্ন যুরাইজ

(রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ‘রাকীম’ হল ঐ পাহাড়টি যার গুহায় আসহাবে কাহফের বাসিন্দাগণ অবস্থান করছিলেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ওটা পাথরের একটি ফলক ছিল যার উপর আসহাবে কাহফের ঘটনা লিখে ঐ গুহার দরজার উপর লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল।

এই যুবকরা তাদের দীনকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের কাওমের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল যে, না জানি তারা তাদেরকে তাদের দীন থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। তারা পালিয়ে গিয়ে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন :

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রাহমাত নাযিল করুন। আমাদেরকে আমাদের কাওম হতে লুকিয়ে রাখুন এবং আমাদের এই কাজের পরিণতি ভাল করুন। হাদীসে একটি দু‘আয় রয়েছে :

وَمَا قُضِيَتْ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَقِبَتَهُ رَشَدًا

হে আল্লাহ! আমাদের ব্যাপারে আপনি যে ফাইসালা করবেন তার পরিণাম আমাদের জন্য ভাল করুন। (আহমাদ ৬/১৪৭) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রার্থনায় আরম্ভ করতেন : হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত কাজের পরিণাম ভাল করুন! আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের শাস্তি হতে বাঁচান।

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
ঐ গুহায় প্রবেশ করে তারা ঘুমিয়ে পড়েন এবং ঘুমের মধ্যেই বহু বছর অতিবাহিত হয়। ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জাগিয়ে তোলেন। তাদের মধ্যে একজন দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) নিয়ে কিছু কেনার উদ্দেশে বাজারের দিকে রওয়ানা হন, এর বর্ণনা সামনে আসছে। মহান আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ
পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম এটা জানানোর জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের গুহায় অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

<p>১৩। আমি তোমার কাছে তাদের সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি : তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।</p>	<p>۱۳. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى</p>
<p>১৪। আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করেছিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল : আমাদের রাব্ব আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব; আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন মা'বুদকে আহ্বান করবনা; যদি করি তাহলে তা অতিশয় গর্হিত হবে।</p>	<p>۱۴. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ ۚ إِلَٰهًا ۖ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا</p>
<p>১৫। আমাদেরই এই স্বজাতিরা তাঁর পরিবর্তে অনেক মা'বুদ গ্রহণ করেছে, তারা এই সব মা'বুদ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করেনা কেন? যে আব্রাহাম সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক সীমা লংঘনকারী আর কে?</p>	<p>۱۵. هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ۚ إِلَٰهَةً ۖ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا</p>
<p>১৬। তোমরা যখন তাদের হতে বিচ্ছিন্ন হলে এবং তারা আব্রাহাম পরিবর্তে যাদের</p>	<p>۱۶. وَإِذِ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا</p>

ইবাদাত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْرَأَ إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ
رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ
مِّرْفَقًا

আল্লাহর প্রতি গুহাবাসীদের ঈমান আনা এবং তাদের প্রতি লোকদের আচরণ

এখান থেকে আল্লাহ তা‘আলা আসহাবে কাহফের বিস্তারিত বর্ণনা শুরু করেছেন : তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা সত্য দীনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হিদায়াত লাভ করে। তাদের সময়ে বয়স্করা দীন থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে চলছিল এবং তারা (যুবকেরা) সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুরাইশদের মধ্যেও এ রূপ ঘটেছিল যে, যুবকরা সত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু বড়দের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সবাই ইসলাম কবুল করা থেকে সরে পড়েছিল।

এখানে আল্লাহ সুবহানাহ্ আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, গুহায় যারা অবস্থান করছিল তারা ছিল যুবক। মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন : আমাকে জানানো হয়েছে যে, তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাদের হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন যে, আল্লাহকে তাদের ভয় করা উচিত। সুতরাং তারা তাঁর একাত্মবাদকে স্বীকার করে নেয় এবং এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তিনি ছাড়া আর কেহ ইবাদাত পাবার যোগ্য নেই। (ফাতহুল বারী ১/৬০) এখানে রয়েছে : وَزِدْنَاهُمْ هُدًى আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। এ ধরনের আরও আয়াত এবং হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এর স্তরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। (ফাতহুল বারী ৬/৪২৬) অন্যত্র রয়েছে :

وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৭) অন্য আয়াতে আছে :

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১২৪) অন্য এক স্থানে রয়েছে :

لِيَزِدَّادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ : ৪) কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ের উপর আরও বহু আয়াত রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, এই যুবকরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) দীনের উপর ছিলেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তবে বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, ইহা ঈসার (আঃ) পূর্বযুগের ঘটনা। এর একটি দলীল এও যে, যদি ঐ যুবকরা খৃষ্টান হতেন তাহলে ইয়াহুদীরা এত মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে তাদের অবস্থাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখতনা এবং অন্যদেরকে অবহিত করারও চেষ্টা করতনা। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মাক্কার কুরাইশরা তাদের দু’জন প্রতিনিধিকে ইয়াহুদী আলেমদের কাছে পাঠিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইয়াহুদী আলেমরা যেন তাদেরকে এমন কতগুলি কথা বলে দেয় যা তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করবে। তখন ইয়াহুদী আলেমরা প্রতিনিধিদ্বয়কে বলেছিল : তোমরা তাঁকে গুহাবাসীদের ঘটনা ও যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করবে এবং রুহ সম্পর্কেও প্রশ্ন করবে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইয়াহুদীদের কিতাবে এর বর্ণনা ছিল এবং এ ঘটনা তারা জানত। এটা যখন প্রমাণিত হল তখন এটা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, ইয়াহুদীদের কিতাবতো খৃষ্টানদের কিতাবের পূর্বের। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করেছিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল : আমাদের রাব্ব আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব) আমি তাদেরকে তাদের কাওমের বিরোধিতার উপর ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করেছিলাম। তারা নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এবং আরাম ও শান্তি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয়।

পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষীর বর্ণনা রয়েছে যে, এই লোকগুলি রোম সম্রাটের সন্তান এবং রোমের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। একবার তারা তাদের কাওমের সাথে উৎসব উদযাপন করতে গিয়েছিলেন। বাদশাহর নাম ছিল দাকিয়ানুস। সে অত্যন্ত উদ্ধত ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিল। সে সকলকে শিরকের শিক্ষা দিত এবং মূর্তি পূজা করতে বাধ্য করাতো। এই যুবকগণও তাঁদের বাপ-দাদাদের সাথে এই উৎসব মেলায় গিয়েছিলেন। প্রতি বছর তারা একবার সেখানে যেত এবং তাদের মূর্তির পূজা করত ও তার নামে পশু কুরবানী করত। ঐ যুগের লোকদের তামাশা দেখে তাদের মনে ধারণা জন্মে যে, মূর্তি পূজা নিছক বাজে কাজ। ইবাদাত-বন্দেগী ও উৎসর্গ একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। সুতরাং এই লোকগুলি এক এক করে সেখান থেকে সরে পড়েন। তাদের একজন গিয়ে এক গাছের নীচে বসে পড়েন। পরে দ্বিতীয় জন, তৃতীয় জন, চতুর্থ জন সেখানে যান। মোট কথা, এক এক করে সবাই ঐ গাছের নীচে একত্রিত হন। তাদের একে অপরের সাথে কোন পরিচয় ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে যে ঈমানের নূর সৃষ্টি করে দিয়েছেন তার ফলে তারা সবাই এক জায়গায় মিলিত হন। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রুহসমূহও একটি নির্বাচিত সেনাবাহিনী। ইমাম বুখারী (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আত্মা হল নিয়োগপ্রাপ্ত সৈন্যদের মত। তাদের মধ্যে যারা একে অন্যকে চিনতে পারে তারা পরস্পর একত্রিত হয়, আর যারা একে অপরকে চিনতে পারেনা তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ১/৮৭) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) সুহাইল (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/২০৩১)

গাছের নীচে উপবিষ্ট এ যুবকগণ নীরব ছিলেন। তাদের একের অপর হতে ভয় ছিল যে, যদি তিনি মনের কথা বলে ফেলেন তাহলে তার সঙ্গী তার শত্রু হয়ে

যাবেন। তারা একে অপর সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। তারা জানতেননা যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজের কাওমের অজ্ঞতাপূর্ণ ও শির্কপূর্ণ কাজে অসম্ভষ্ট। অবশেষে তাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও সাহসী যুবক সকলকে সম্বোধন করে বললেন : ভাইসব! আপনারা সবাই সাধারণ ব্যস্ততাপূর্ণ জন-সমাবেশ ছেড়ে এখানে এসে বসেছেন; আমি চাই যে, প্রত্যেকেই এর কারণ প্রকাশ করবেন যে কারণে স্বীয় কাওমকে ছেড়ে এসেছেন। তখন একজন বলেন : আমার কাওমের প্রথা, চাল-চলন ও রীতি-নীতি মোটেই ভাল লাগেনা, আসমান ও যমীনের এবং আমাদের ও আপনাদের সৃষ্টিকর্তা যখন একমাত্র আল্লাহ তখন আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদাত কেন করব? তার এ কথা শুনে দ্বিতীয়জন বললেন : আল্লাহর শপথ! এই ঘৃণাই আমাকে এখানে এনেছে। তৃতীয়জনও এ কথাই বললেন। যখন সবাই একই কারণ বর্ণনা করলেন তখন সবার অন্তরেই প্রেমের এক ঢেউ খেলে গেল। একাত্মবাদের আলোকে আলোকিত এই যুবকবৃন্দ পরস্পর সত্য ও খাঁটি দীনী ভাইয়ে পরিণত হন। তারা তখন একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে নেন এবং সেখানে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে তাদের কাওমের কাছেও তাদের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদেরকে ধরে ঐ অত্যাচারী বাদশাহর নিকট নিয়ে যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। বাদশাহ এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে নিজেদের একাত্মবাদ ও দর্শনের বর্ণনা দেন। এমন কি, স্বয়ং বাদশাহ, তার সভাষদবর্গ এবং সারা দুনিয়াকে এর দাওয়াত দেন। তারা মন শক্ত করে নেন এবং পরিস্কারভাবে বলেন :

رُبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا

شَطَطًا আমাদের রাব্ব তিনিই যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক।

তাঁকে ছাড়া অন্য কেহকেও মা'বুদ বানিয়ে নেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের দ্বারা এটা কখনও হতে পারেনা যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কেহকে আহ্বান করব। কেননা এটা শির্ক। এটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার, অনর্থক কাজ ও বক্র

পথ। هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ

আমাদের এই কাওম মুশরিক। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে আহ্বান করছে

এবং তাদের ইবাদাতে মগ্ন রয়েছে। এর কোন দলীল প্রমাণ তারা পেশ করতে পারবেনা। সুতরাং তারা মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী।

বর্ণিত আছে যে, তাদের স্পষ্টবাদিতায় বাদশাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং তাদেরকে শাসন-গর্জন ও ভয় প্রদর্শন করে। সে নির্দেশ দেয় : তাদের পোশাক খুলে নাও এবং তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করার সুযোগ দাও।

বাদশাহ মনে করেছিল যে, হয়তো তারা ভয় পেয়ে আবার বাতিল ধর্মে ফিরে আসবে। এটা ছিল আল্লাহ সুবহানাহুর তরফ থেকে বাদশাহর অবচেতন মনে তাদেরকে ওখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দান। কিন্তু যখন তারা এটা অবগত হন যে, ওখানে থেকে তারা দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেননা তখন তারা কাওম, দেশ এবং আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করেন। শারীয়াতে এই হুকুমও রয়েছে যে, মানুষ যখন দীনের আমল করার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হয় তখন যেন হিজরাত করে। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত আছে : খুব শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হবে তোমাদের ভেড়ার পাল। ওগুলি নিয়ে তোমরা পাহাড়ের উপর গিয়ে অবস্থান করবে যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত হয়। ইহাই হবে ধর্ম পালনের কারণে অত্যাচারিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবার উপায়। (ফাতহুল বারী ৭/১১) তবে হ্যাঁ, যদি পরিস্থিতি এরূপ না হয় এবং দীন নষ্ট হওয়ার ভয় না থাকে তাহলে লোকালয় ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া শারীয়াতে সম্মত নয়। কেননা এমতাবস্থায় জুমু'আ ও জামাআতের ফাযীলাত হাতছাড়া হয়ে যাবে। যখন এই লোকগুলি দীন রক্ষার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ উৎসর্গে উদ্যত হন তখন তাদের উপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ

ঠিক আছে, তোমরা যখন তাদের দীন থেকে পৃথক হয়ে গেছ তখন দেহ হতেও পৃথক হয়ে পড়। যাও তোমরা কোন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের উপর তোমাদের রবের করুণা বর্ষিত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের দৃষ্টির অগোচরে রাখবেন। তোমাদের কাজ তিনি সহজ করে দিবেন এবং তোমাদের শান্তির ব্যবস্থা করবেন।

সুতরাং এই লোকগুলি সুযোগ বুঝে ওখান থেকে পালিয়ে যান এবং পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাদের প্রতিবেশীরা এবং বাদশাহও লক্ষ্য করল যে,

তাদেরকে আর কোথাও দেখা যাচ্ছেনা। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরেও যখন তাদের কোন হাদীস পাওয়া গেলনা তখন তারা ধরে নিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাদশাহর কাছ থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে নিয়েছেন, অতএব তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাবেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহচর আবু বাকরের (রাঃ) বেলায়ও আল্লাহ সুবহানাহ্ অনুরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা যখন মাক্কা ত্যাগ করে মাদীনার পথে হিজরাত করেছিলেন তখন পথিমধ্যে 'সাওর' গুহায় আশ্রয় নেন। মাক্কার কাফির কুরাইশরা তাদের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছিল। এমন কি ঐ সাওর গুহার পাশ দিয়েও যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁদের দু'জনকে তারা দেখতে পাচ্ছিলনা। আবু বাকর (রাঃ) অত্যন্ত চিন্তিত মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা যদি তাদের পায়ের দিকে তাকায় তাহলেইতো তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন : হে আবু বাকর! আমাদের দু'জনের সাথে তৃতীয় জন রয়েছেন, অতএব ভয় পাবেননা। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহই তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাকে দেশান্তর করেছিল, যখন দু'জনের মধ্যে একজন ছিল সে, যে সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, যখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবু বাকরকে) বলেছিল : তুমি বিষণ্ণ হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের বাক্য নীচ করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণী সমুচ্চ রইল, আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৪০)

সত্যতো এটাই যে, এই ঘটনাটি গুহাবাসীদের ঘটনা হতেও বেশি বিস্ময়কর ও অসাধারণ।

১৭। তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে শায়িত। এসবই আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা।

۱۷. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ ۚ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

কাহফের গুহার অবস্থান স্থল

এটা হচ্ছে ঐ বিষয়ের দলীল যে, ঐ গুহাটির মুখ ছিল উত্তর দিকে। বলা হয়েছে, সূর্য উদয়ের সময় ওর আলো গুহায় প্রবেশ করত। সুতরাং দুপুরের সময় সেখানে রোদ মোটেই থাকতনা। সূর্য উপরে উঠার সাথে সাথে এরূপ জায়গা হতে রোদের আলো কমে যায় এবং সূর্যাস্তের সময় তাদের গুহার দিকে ওর দরজার উপর দিক থেকে রোদ প্রবেশ করে থাকে। জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী লোকেরা এটা খুব ভালভাবে বুঝতে পারেন, যাদের সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির চলন গতি সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। যদি গুহার দরজাটি পূর্বমুখি হত তাহলে সূর্যাস্তের সময় সেখানে রোদ মোটেই প্রবেশ করতনা, আর যদি পশ্চিমমুখি হত তাহলে সূর্যোদয়ের সময় সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছতনা। বরং সূর্য হেলে পড়ার পরে আলো ভিতরে প্রবেশ

করত। তারপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বরাবরই আলো থাকত। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করলাম সঠিক কথা ওটাই। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **تَقْرِضُهُمْ** এর অর্থ করেছেন ছেড়ে দেয়া ও পরিত্যাগ করা। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আমাদেরকে এটা জানিয়ে দিলেন যাতে আমরা চিন্তা করি ও বুঝি। ঐ গুহাটি কোন্ শহরের কোন্ পাহাড়ে রয়েছে তা তিনি বলে দেননি। কারণ এটা জেনে আমাদের কোনই উপকার নেই। এর দ্বারা শারীয়াতের কোন উদ্দেশ্যই লাভ হয়না। ওটা যে কোথায় রয়েছে এর প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। যদি এতে আমাদের কোন দীনী উপকার থাকত তাহলে অবশ্যই তিনি তা আমাদেরকে তাঁর নাবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে কাজ তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নাম হতে দূরে রাখে ও গুলির একটিও বলতে বাদ রাখিনি। সবই আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করেছি। (আবদুর রায্যাক ১১/১২৫) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ওর বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ওর জায়গার উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন যে, **وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ** সূর্যোদয়ের সময় তাদের গুহা হতে ওটা ডানে-বামে ঝুঁকে পড়ে এবং সূর্যাস্তের সময় তাদেরকে বাম দিকে ছেড়ে দেয়। তারা গুহার মাঝখানে রয়েছে। সুতরাং তাদের উপর সূর্যের তাপ পৌঁছোনা। অন্যথায় তাদের দেহ ও কাপড় পুড়ে যেত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৭/৬২০) **ذَلِكَ مِنْ**

آيَاتِ اللَّهِ এটা আল্লাহ তা'আলার একটি নিদর্শন যে, তিনি তাদেরকে ঐ গুহায় পৌঁছিয়েছেন, সেখানে তাদেরকে কয়েক শত বছর জীবিত রেখেছেন। সেখানে রোদও পৌঁছেছে, বাতাসও পৌঁছেছে এবং চন্দ্রালোকও প্রবেশ করেছে যাতে তাদের নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটে এবং তাদের দেহেরও না কোন ক্ষতি হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এটাও তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শন। **مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ** ঐ একাত্মবাদী যুবকদেরকে হিদায়াত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দান করেছিলেন। কারও ক্ষমতা ছিলনা যে, তাদেরকে

পথভ্রষ্ট করে। وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا। পক্ষান্তরে তিনি যাদেরকে হিদায়াত দান করবেননা তাদেরকে হিদায়াত করার ক্ষমতা কারও নেই।

১৮। তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত; আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু'টি গুহা দ্বারে প্রসারিত করে; তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছন ফিরে পালিয়ে যেতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

۱۸. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا

গুহার মধ্যে তাদের ঘুমের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন : وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ তারা ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করে। কেননা তাদের চোখ খোলা রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, নেকড়ে বাঘ যখন ঘুমায় তখন সে একটি চোখ বন্ধ করে এবং অপর একটি চোখ খোলা রাখে। আবার ওটাকে বন্ধ করে এবং অন্যটিকে খোলা রাখে।

জীব-জন্তু ও পোকা-মাকড় ও শত্রু হতে রক্ষা পাবার জন্য নিদ্রিত অবস্থায়ও তাদের চোখ খোলা রাখে। آمِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : মাটি যেন খেয়ে না ফেলে এ জন্য তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতে থাকেন। (তাবারী ১৭/৬২০) وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ তাদের কুকুরটিও তাদের পাহারাদার হিসাবে দরজার পাশের নিকটবর্তী জায়গায় মাটিতে তার সামনের পা দু'টি প্রসারিত করে শুইয়ে ছিল। অন্যান্য কুকুর যেমন তাদের অভ্যাস মত শুইয়ে

থাকে, ওদের মতই তাদের কুকুরটিও গুহার মুখে শুইয়ে ছিল। ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বলেন : দরজায় শোয়া অবস্থায় কুকুরটি তাদের পাহারা দিচ্ছিল। (তাবারী ১৭/৬২৫) যদিও কুকুরটি ওর স্বভাবগতভাবে দরজার কাছে শুইয়ে ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন ও পাহারা দিচ্ছে। কুকুরটির দরজার বাইরে থাকার কারণ এই যে, একটি হাসান হাদীসে এসেছে, যে ঘরে কুকুর, ছবি, অপবিত্র ব্যক্তি এবং কাফির ব্যক্তি থাকে সেই ঘরে মালাক/ফেরেশতা প্রবেশ করেননা। (আবু দাউদ ২/১৯২, ১৯৩) ঐ কুকুরটিও ঐ অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়ে। এটা সত্য কথা যে, ভাল লোকের সংস্পর্শে এলে ভাল হওয়া যায়। এরই প্রমাণ হিসাবে দেখা যায়, ঐ কুকুরটি এমন মর্যাদা লাভ করে যার ফলে আল্লাহর কিতাবে ওরও বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ঐ কুকুরটি তাদেরই কোন একজনের পালিত শিকারী কুকুর ছিল। একটা উক্তি এও আছে যে, ওটা ছিল বাদশাহর বারুচীর কুকুর। সেও ছিল ঐ যুবকদেরই পছন্দী। সেও তাদের সাথে হিজরাত করেছিল। তার কুকুরটিও তাদের পিছন পিছন চলে গিয়েছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

لَوْ اِطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِثَ مِنْهُمْ رُعْبًا

তাদেরকে এমন প্রভাব দিয়েছিলাম যে, কেহই তাদের দিকে তাকাতে পারতনা। এটা এ কারণে যে, লোকেরা যেন তাদের কাছে চলে না যায়, কেহ তাদের স্পর্শ করতে না পারে। তারা যেন ঐ সময় পর্যন্ত আরাম ও শান্তিতে ঘুমাতে পারে যত দিন পর্যন্ত তাদের ঘুমানো আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর হিকমাত, তাঁর নিদর্শন এবং তাঁর মহানুভবতা প্রকাশ পায়।

১৯। এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল : তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেহ বলল : এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ; কেহ বলল : তোমরা কতকাল অবস্থান

۱۹. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْنَا ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا

করেছ তা তোমাদের রাব্বই
ভাল জানেন; এখন তোমাদের
একজনকে তোমাদের এই
মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে
যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম
এবং তা হতে যেন তোমাদের
জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে;
সে যেন বিচক্ষণতার সাথে
কাজ করে এবং কিছুতেই যেন
তোমাদের সম্বন্ধে কেহকেও
কিছু জানতে না দেয়।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ
أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

২০। তারা যদি তোমাদের
বিষয় জানতে পারে তাহলে
তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে
হত্যা করবে অথবা
তোমাদেরকে তাদের ধর্মে
ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে
তোমরা কখনই সাফল্য লাভ
করবেনা।

۲۰. إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي
مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا

গুহাবাসীর ঘুম থেকে জাগরণ এবং কিছু কেনার জন্য সাথীকে প্রেরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : যেমনভাবে আমি তাদেরকে আমার পূর্ণ ক্ষমতার
মাধ্যমে নিদ্রিত করেছিলাম তেমনিভাবেই ঐ ক্ষমতার বলেই তাদেরকে জাগ্রত
করলাম। তারা তিনশ’ নয় বছর ঘুমিয়েছিল। কিন্তু যখন জেগে ওঠে, তখন ঠিক
ঐরূপই ছিল যেরূপ ছিল ঘুমানোর সময়। দেহ, চুল, চামড়া সবই ঐ আসল
অবস্থায়ই ছিল, যেমন শোয়ার সময় ছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করে : كَمْ

لَيْسْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ আচ্ছা বলত, আমরা কতকাল ঘুমিয়েছিলাম? উত্তরে বলা হল : এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম। কেননা সকালে তারা ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন, আর যখন জেগে ওঠেন তখন ছিল সন্ধ্যা। এ জন্য তাদের ধারণা এটাই হয়। তারপর তাদের নিজেদের মনে ধারণা জন্মে যে, এরূপতো হওয়ার কথা নয়। এ জন্য তারা আর মস্তিস্ক পরিচালিত না করে মীমাংসিত কথা বলেন :

قَالُوا رَبُّكُمُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই আছে। তাদের ক্ষুধার উদ্বেক হয়েছিল বলে তারা বাজার হতে কিছু কিনে আনার পরামর্শ করেন। তাদের কাছে কিছু দিরহাম ছিল। পথে কিছু খরচ করেছিলেন এবং কিছু তাদের সাথেই ছিল। তারা একে অপরকে বললেন : فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ সেখান থেকে কেহকে মুদ্রাসহ শহরে পাঠিয়ে দাও। সে কিছু উত্তম খাদ্য ক্রয় করে নিয়ে আসুক অর্থাৎ উত্তম ও পবিত্র জিনিস। যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছে :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও পবিত্র হতে পারতেনা। (সূরা নূর, ২৪ : ২১) অন্য এক আয়াতে আছে :

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে। (সূরা ‘আলা, ৮৭ : ১৪) যাকাতকে যাকাত এ কারণেই বলা হয় যে, ওটা সম্পদকে পবিত্র করে। তারা বললেন :

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ سَنُؤْتِكُمْ دُونَ ذَلِكَ خَيْرًا وَأَكْثَرَ إِلَّا أَنتُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ فِي أَكْثَرِ الْأَشْيَاءِ غَافِلُونَ দাকিয়ানুস বাদশাহর লোকেরা যদি

আমাদের এই অবস্থান স্থলের খবর পায় তাহলে তারা আমাদেরকে নানা প্রকার কঠিন শাস্তি দিবে। অথবা হয়ত আমরা তাদের ভয়ে এই সত্য দীন ছেড়ে পুনরায় কাফির হয়ে যাব। অথবা তারা হয়ত আমাদেরকে হত্যা করেই ফেলবে। **وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا** যদি আমরা তাদের ধর্মে ফিরে যাই তাহলে আমাদের মুক্তির কোন আশা নেই। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের পরিত্রাণ লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

২১। এবং এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাতে কোন সন্দেহ নেই; যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল : তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর; তাদের রাব্ব তাদের বিষয় ভাল জানেন; তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল : আমরাতো নিশ্চয়ই তাদের উপর মাসজিদ নির্মাণ করব।

۲۱. وَكَذَٰلِكَ أَعْزَنَّا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

নগরবাসীদের অবহিত হওয়া এবং তাদের অবস্থান স্থলে সৌধ/মাসজিদ নির্মাণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَكَذَٰلِكَ أَعْزَنَّا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا** এভাবেই আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে মানুষকে

গুহাবাসীদের অবস্থা অবহিত করলাম, যাতে তাঁর ওয়াদা এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সত্যতার জ্ঞান লাভ করে। কোন কোন সালাফ হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ যুগে তথাকার লোকদের কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে কিছু সন্দেহ হয়েছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন : তাদের একটি দল বলছিল যে, শুধু আত্মার পুনরুত্থান হবে, দেহের নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা কয়েক শতাব্দী পর গুহাবাসীদেরকে জাগিয়ে দিয়ে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার এবং দেহের পুনরুত্থান হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ কায়ম করলেন। (তারিখ আত তাবারী ২/৯)

তারা বর্ণনা করেন যে, যখন তারা তাদের এক সঙ্গীকে কিছু খাদ্য কেনার জন্য শহরে পাঠানোর ইচ্ছা করল তখন তাকে ছদ্মবেশে এবং ভিন্ন পথে পাঠিয়ে দেয়। বর্ণিত আছে যে, ঐ শহরটির নাম ছিল 'দাকসু'স'। সে মনে করছিল যে, তারা যে গুহায় অবস্থান করছিল তা খুব বেশি দিনের জন্য নয়। কিন্তু তা যে শত শত বছর, বংশের পর বংশ এবং জাতির পর জাতি পার হয়ে গেছে তা মোটেই বুঝতে পারেনি।

ঐ গুহাবাসী লোকটি দেখেন যে, না শহরের কোন জিনিস পূর্বাবস্থায় রয়েছে, আর না শহরের পরিচিত একটি লোকও রয়েছে। তিনিও কেহকে চিনছেননা এবং তাকেও কেহ চিনছেননা। তিনি মনে মনে খুব উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কারণ তিনি মনে মনে বলছিলেন : এইতো কাল সন্ধ্যায় আমি এই শহর ছেড়ে গেছি, তারপর হঠাৎ এ হল কি! সব সময় তিনি চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু কিছুই বুঝে আসছেননা। অবশেষে তিনি ধারণা করলেন যে, তিনি পাগল হয়ে গেছেন, অথবা তার স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পেয়েছে, অথবা তাকে কোন রোগে ধরেছে, কিংবা তিনি স্বপ্ন দেখছেন! তাই কিছুই বোধগম্য হচ্ছেনা। এ কারণে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, কিছু কিনে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার ঐ শহর ছেড়ে চলে যাওয়াই উত্তম। অতঃপর তিনি একটি দোকানে গিয়ে দোকানদারকে মুদ্রা দেন ও আহাৰ্য দ্রব্য চান। দোকানদার ঐ মুদ্রা দেখে কঠিন বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং ওটা তার প্রতিবেশী দোকানদারকে দেখতে দেয়। বলে : ভাই, দেখ তো! এই মুদ্রাটি কেমন? এটা কখনকার ও কোন যুগের মুদ্রা? সে আবার অন্য দোকানদারকে দেখায়, সে আবার অন্যকে দেয়। এভাবে মুদ্রাটি হাতের পর হাত বদল হতে থাকে। মোট কথা, গুহাবাসী লোকটি একটি তামাশার পাত্র হয়ে যান। সবার মুখ দিয়ে এ কথা বের হয় যে, সে কোন প্রাচীন যুগের ধনভান্ডার লাভ করেছে এবং তা থেকেই এটা নিয়ে এসেছে। সুতরাং তাকে

জিজ্ঞেস করা হোক যে, সে কোথাকার লোক, সে কে এবং ঐ মুদ্রা সে কোথায় পেল? তিনি উত্তরে বলেন : আমি তো ভাই এই শহরেরই অধিবাসী। গতকাল সন্ধ্যায় আমি এখান থেকে গেছি। এখানকার বাদশাহ হচ্ছে দাকিয়ানুস। তাঁর এ কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে ফেললো এবং বলল : এতো এক পাগল লোক! অবশেষে তারা তাকে নিয়ে ওখানকার বাদশাহর সামনে হাযির হল। বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। তখন একদিকে বাদশাহ ও অপরদিকে জনতা বিস্মিত ও হতভম্ব! আর একদিকে গুহাবাসী লোকটিও হতভম্ব! পরিশেষে সমস্ত লোক তার সঙ্গী হয়ে বলল : আচ্ছা আমাদেরকে তোমার সঙ্গীদের কাছে নিয়ে চল এবং তোমাদের গুহাটিও দেখিয়ে দাও। গুহাবাসী লোকটি তখন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। গুহার কাছে পৌঁছে তাদেরকে বললেন : আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রথমে আমার সঙ্গীদেরকে খবর দিয়ে আসি। এই গুহাবাসী লোকটি জনতা থেকে পৃথক হওয়া মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বেখবরীর পর্দা নিক্ষেপ করলেন। তারা জানতেই পারলনা যে, তিনি কোথায় গেলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ রহস্য গোপন করলেন।

আর একটি রিওয়াযাতে এও আছে যে, বাদশাহসহ ঐ লোকগুলি সেখানে গিয়েছিলেন। গুহাবাসীদের সাথে তাদের সালাম, কালাম ও আলিঙ্গন হয়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, ঐ বাদশাহর নাম ছিল টেডোশিষ। ঐ বাদশাহ স্বয়ং মুসলিম ছিলেন। গুহাবাসীরা তার সাথে মিলিত হয়ে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অত্যন্ত মুহাব্বাতের সাথে কথা-বার্তা বলেন। তারপর তারা ফিরে গিয়ে নিজ নিজ জায়গায় শুইয়ে পড়েন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যুদান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবারই উপর সদয় হোন! এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞান রাখেন। (তারিখ আত তাবারী ২/৯) তাই মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ

أَمْرُهُمْ অস্বাভাবিকভাবে পুনর্জাগরিত করেছি, তেমনিভাবে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকরূপে এ শহরবাসীকে তাদের অবস্থা অবহিত করেছি, যেন তাদের এই জ্ঞান লাভ হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও যেন তাদের

কোন সন্দেহ না থাকে। ঐ সময় ঐ শহরবাসী লোকেরা কিয়ামাতের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করত। কেহ কেহ কিয়ামাতে বিশ্বাসী ছিল এবং কেহ কেহ অস্বীকার করত, সুতরাং আসহাবে কাহফের প্রকাশ অস্বীকারকারীদের উপর হুজ্জাত এবং বিশ্বাসীদের জন্য দলীল হয়ে গেল।

ঐ এলাকার লোকদের ইচ্ছা হল যে, গুহাবাসীদের গুহামুখ বন্ধ করে দেয়া হোক এবং তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হোক। তাদের উপর যাদের প্রাধান্য ছিল তারা বলল : **قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ**

عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا আমরা তাদের আশে পাশে মাসজিদ নির্মাণ করব। ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) ঐ লোকদের ব্যাপারে দু'টি উক্তি বর্ণনা করেছেন। একটি এই যে, তাদের মধ্যে মুসলিমরা এ কথা বলেছিল, আর দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে এই যে, ঐ উক্তিটি ছিল কাফিরদের। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এই উক্তিকারীরা ছিল মুসলিম। তবে তাদের এ কথা বলা ভাল ছিল, কি মন্দ ছিল সেটা অন্য কথা। এ ব্যাপারেতো স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন যে, তারা তাদের নাবী ও ওয়ালীদের কাবরগুলিকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/৬৩৪) তারা যা করত তা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতকে বাঁচাতে চাইতেন। এ জন্যই আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবন খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় খিলাফাত আমলে যখন ইরাকে দানইয়ালের (আঃ) কাবরের সন্ধান পান তখন তা গোপন করার নির্দেশ দেন এবং যে লিপি প্রাপ্ত হন, যাতে কোন কোন যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা ছিল, তা পুঁতে ফেলার আদেশ দেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/৮৮)

২২। অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেহ কেহ বলে : তারা ছিল তিন জন, চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর; এবং কেহ কেহ বলে : তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠটি ছিল

۲۲. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ

তাদের কুকুর; আবার কেহ
কেহ বলে : তারা ছিল সাত
জন, অষ্টমটি ছিল তাদের
কুকুর। বল : আমার রাক্বই
তাদের সংখ্যা ভাল জানেন;
তাদের সংখ্যা অল্প
কয়েকজনই জানে; সাধারণ
আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের
বিষয়ে বিতর্ক করনা এবং
তাদের কেহকেও তাদের
বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করনা।

سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ
كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ
مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ
فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهْرًا وَلَا
تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا

গুহাবাসীদের মোট সংখ্যা

জনগণ গুহাবাসীদের সংখ্যার ব্যাপারে বলাবলি করত। তারা তিন প্রকারের
লোক ছিল। চতুর্থটি গণনা করা হয়নি। প্রথম দু'টি উক্তিকে বাতিল বলা হয়েছে।
তারা অনুমানের উপর নির্ভর করে বলেছে অর্থাৎ অনুমানের তীর মেয়েছে। তবে
আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় উক্তিটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন।
এটা তিনি খন্ডন করেননি। وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টম ছিল
তাদের কুকুরটি। এর দ্বারা অনুমিত হচ্ছে যে, এটা সঠিক কথা এবং প্রকৃত পক্ষে
এটাই সঠিকও বটে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ এ স্থলে উত্তম পছন্দ হচ্ছে এর জ্ঞান আল্লাহর দিকে
ফিরিয়ে দেয়া। এসব ব্যাপারে কোন সঠিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এর পিছনে
লেগে থেকে চিন্তা করা ও অনুসন্ধান চালানো বৃথা। যে সম্পর্কে যা জানা থাকবে
তা মুখে প্রকাশ করতে হবে, আর যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই সেখানে নীরবতা
অবলম্বন করাই শ্রেয়। مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ তাদের সংখ্যার সঠিক জ্ঞান খুব কম
লোকেরই রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : যাদের এর সঠিক জ্ঞান আছে

সেই স্বল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আমি একজন। আমি জানি যে, তারা ছিলেন সাতজন। ‘আতা খুরাসানীও (রহঃ) তার উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তারা ছিলেন সাত জন। (তাবারী ১৭/৬৪২) সঠিকতার দিক থেকে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা উত্তম যে, তারা ছিলেন সাত জন। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটাই জানা যাচ্ছে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرٍ হে নাবী! তুমি এ ব্যাপারে বেশি তর্ক বিতর্ক করবেনা। এটা নিতান্ত ছোট কাজ। এতে বড় কোন উপকার নেই। وَلَا تَسْتَفْتِ এ সম্পর্কে তুমি কেহকেও জিজ্ঞাসাবাদও করনা। কেননা সবাই অনুমানে কথা বলবে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে কিছু বলে দিবে। কোন সঠিক ও সত্য দলীল তাদের কাছে নেই। আর হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা‘আলা তোমার কাছে যা কিছু বর্ণনা করছেন তা মিথ্যা হতে পবিত্র, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য। এটাই সত্য এবং সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য।

২৩। কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলনা - আমি ওটা আগামীকাল করব -	<p>۲۳. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا</p>
২৪। ‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে’ - এই কথা না বলে; যদি ভুলে যাও তাহলে তোমার রাক্ষকে স্মরণ কর ও বল : সম্ভবতঃ আমার রাক্ষ আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।	<p>۲۴. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَّبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا</p>

وَإِذْ كُنَّا نَسِيْتُ يখন তুমি ভুলে যাবে তখন আল্লাহকে স্মরণ
করবে। অর্থাৎ যদি যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে যাও তাহলে যখনই স্মরণ
হবে তখনই ইনশাআল্লাহ বলবে। আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং হাসান বাসরীর
(রহঃ) ইহাই অভিমত। (তাবারী ১৭/৬৪৫)

আল আমাশকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয় : আপনি কি ইহা মুজাহিদ (রহঃ) হতে শুনেছেন? তিনি বললেন : লাইস ইব্ন আবী সালিম (রহঃ) আমাকে ইহা বলেছেন। (তাবারী ১৭/৬৪৫)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে যায় এবং তা যদি কোন শপথ করার এক বছর পরেও মনে পরে এবং তখন যদি ইনশাআল্লাহ বলে তাহলে তা শপথ করার সময়ে ইনশাআল্লাহ বলা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে, এমন কি যদি ঐ শপথের সময় সীমাও পার হয়ে যায়। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ১৭/৬৪৬)

তিনি আরও বলেন যে, এর ভাবার্থ এটা নয় যে, তখন তার কসমের কাফফারা থাকবেনা এবং তার ঐ শপথ ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার থাকবে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই উক্তির ভাবার্থ এটাই বর্ণনা করেছেন এবং এটা সঠিকও বটে। ইব্ন জারীর (রহঃ) যা বলেছেন তা সঠিক এবং ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) ব্যাখ্যার সঠিক বুঝ পেতে এটাই উত্তম পন্থা। আল্লাহই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তারপর মহান আল্লাহ বলেন :

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا . وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا

تَوَمَّلتُ তোমাকে যদি এমন কোন প্রশ্ন করা হয় যা তোমার জানা নেই তাহলে তুমি তা আল্লাহকেই জিজ্ঞেস কর এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ কর, যাতে তিনি তোমাকে সঠিক কথা বলে দেন এবং হিদায়াত লাভের পথ বাতলে দেন। এ ব্যাপারে আরও বহু উক্তি রয়েছে। এ সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

<p>২৫। তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ’ বছর, আরও নয় বছর।</p>	<p>২৫. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا</p>
<p>২৬। তুমি বল : তারা কত কাল ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন, আকাশমন্ডলী ও</p>	<p>২৬. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ط</p>

পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই; তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই; তিনি কেহকেও নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেননা।

لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ
مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

গুহাবাসীদের গুহায় অবস্থান কাল

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ সময়কালের খবর দিচ্ছেন যে সময়কাল পর্যন্ত গুহাবাসীরা তাদের গুহার মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করেছিলেন। ঐ সময় ছিল সূর্যের হিসাবে তিন শ’ বছর এবং চাঁদের হিসাবে তিন শ’ নয় বছর। প্রকৃত পক্ষে ‘শামসী’ (সৌর) ও ‘কামারী’ (চান্দ্র) বছরের মধ্যে প্রতি একশ’ বছরে তিন বছরের পার্থক্য থাকার কথা বর্ণনা করার পর, আলাদাভাবে নয় বছর বর্ণনা করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন :

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا হে নাবী! তোমাকে যদি গুহাবাসীদের শয়নকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং এ সম্পর্কে তোমার সঠিক জ্ঞান না থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে তা জানিয়ে না থাকেন তাহলে তুমি সামনে আগ বাড়িয়ে যেওনা। এবং এরূপ স্থলে উত্তর দিবে : এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। আসমান ও যমীনের গাইবের খবর তিনি রাখেন। তবে তিনি যাকে চান তা জানিয়ে দেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা গুহায় তিন শ’ বছর ছিলেন, এটা আহলে কিতাবের উক্তি। আল্লাহ তা‘আলা এই উক্তিটি খন্ডন করে বলেছেন : এর পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। (তাবারী ১৭/৬৪৭) মুতাররাফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও এই অর্থের কিরাআত বর্ণিত আছে। (তাবারী ১৭/৬৪৮) কিন্তু কাতাদাহর (রহঃ) উক্তিটি বিবেচনাযোগ্য। কেননা আহলে কিতাবের মধ্যে ‘শামসী’ (সৌর) বছরের প্রচলন রয়েছে এবং তারা গুহাবাসীদের অবস্থানের সময়কাল তিন শ’ বছর মেনে থাকে। তিন শ’ নয় বছর

তাদের উক্তি নয়। যদি এটা তাদেরই উক্তি হত তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলতেননা যে, তারা তিনশ' বছর ঘুমিয়েছিল এবং আরও নয় বছর বেশি করেছিল। এটাই ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

أَبْصَرَ بِهِ وَأَسْمَعَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে খুবই দেখতে রয়েছেন, তাদের কথাও তিনি শুনছেন। এই দু'টি শব্দে প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। অর্থাৎ খুব বেশি শ্রোতা ও খুব বেশি দ্রষ্টা। প্রত্যেক বিদ্যমান জিনিস তিনি দেখছেন এবং সমস্ত কথা তিনি শুনছেন। কোন কাজ ও কোন কথা তাঁর কাছে গোপন নেই। তাঁর চেয়ে বেশি কেহ শ্রবণকারীও নেই, দর্শনকারীও নেই। প্রত্যেকের আমল তিনি দেখছেন এবং প্রত্যেকের কথা তিনি শুনছেন। مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَلِيٍّ। সৃষ্টির স্রষ্টা এবং হুকুমের মালিক তিনিই। কেহ তাঁর আদেশকে প্রতিরোধ করতে পারেনা। তাঁর কোন উযীর ও সাহায্যকারী নেই। তাঁর কোন অংশীদারও নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই। তিনি এই সমুদয় অভাব হতে মুক্ত ও পবিত্র। এই সব ক্রটি হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

২৭। তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাশিষ্ট তোমার রবের কিতাব আবৃত্তি কর; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেহ নেই; তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় স্থল পাবেনা।

২৭. وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

২৮। নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রাখবে তাঁর সম্ভ্রুষ্টি লাভের উদ্দেশে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা

২৮. وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ وَلَا

করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি সে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করনা।

تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِيعُ مَنْ
أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

কুরআন পাঠ এবং মু'মিন বান্দাদের সাহচর্যে থাকার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের কালাম পাঠ এবং ওর দা'ওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। لَا تَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا مِنْ رَبِّكُمُ الْوَحِيدِ ۚ تَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا مِنْ رَبِّكُمُ الْوَحِيدِ ۚ তাঁর কথাগুলি কেহ পরিবর্তন করতে পারবেনা, মূলতবী রাখতে সক্ষম হবেনা এবং এদিক ওদিক করার ক্ষমতা রাখবেনা। তুমি জেনে নাও যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও কাছে তুমি আশ্রয় পাবেনা। সুতরাং তুমি যদি তিলাওয়াত ও দা'ওয়াতের কাজ ছেড়ে দাও তাহলে তোমাকে রক্ষা করার কোন পথ থাকবেনা। (তাবারী ১৭/৬৫১) যেমন অন্যত্র রয়েছে :

يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَتْ رِسَالَاتُهُ ۖ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অপিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৬৭) আর এক আয়াতে আছে :

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৫)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

সুতরাং তুমি আল্লাহর যিক্র, তাসবীহ, প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনাকারীদের সাথে উঠা বসা করতে থাক, যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্রের ব্যস্ত থাকে। তারা ফকীর হোক বা আমীরই হোক, ইতর হোক বা ভদ্রই হোক এবং সবল হোক কিংবা দুর্বলই হোকনা কেন। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেছিল : আপনি আর্থিকভাবে দুর্বল লোকদেরকে সাথে নিয়ে মাজলিসে উঠা-বসা করবেননা, যেমন বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহাইব (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। বরং আপনি আমাদের মাজলিসে উঠাবসা করবেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেন। অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

আর যে সব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদাত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবেনা। (সূরা আন‘আম, ৬ : ৫২)

সা‘দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন : আমরা ছয়জন গরীব শ্রেণীর লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে বসেছিলাম। যেমন সা‘দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হুযাইল গোত্রের এক লোক, বিলাল এবং আরও দু’জন লোক যাদের নাম আমি ভুলে গেছি। এমন সময় সেখানে সম্ভ্রান্ত মুশরিকরা আগমন করে এবং বলে : এসব লোককে এরূপ সাহসিকতার সাথে আপনার মাজলিসে বসতে দিবেননা যাতে তারা আমাদের সম পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোভাব কি হয়েছিল তা আল্লাহ তা‘আলা ভাল জানেন। তবে তৎক্ষণাৎ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ

... এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম ৪/১৮৭৮) এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দিচ্ছেন :

তুমি তাদের দিক থেকে
তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা। আল্লাহর যিক্রকারীদেরকে ছেড়ে দিয়ে
সম্পদশালীদের খোঁজে ব্যস্ত থেকনা। যারা দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যারা
আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত হতে দূরে সরে রয়েছে, যাদের পাপকাজ বেড়ে
চলেছে এবং যাদের আমলগুলি নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ তুমি তাদের অনুসরণ করনা,
তাদের রীতিনীতি পছন্দ করনা এবং তাদের সম্পদের প্রতি হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি
নিষ্ক্ষেপ করনা, আর তাদের সুখ সম্ভোগের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখনা।
যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تُمَدِّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের
বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে
দিয়েছি তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমার রাব্ব প্রদত্ত জীবনোপকরণ
উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (সূরা তা-হা, ২০ : ১৩১)

২৯। বল ঃ সত্য তোমাদের
রবের নিকট হতে প্রেরিত;
সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস
করুক এবং যার ইচ্ছা
প্রত্যাখ্যান করুক; আমি সীমা
লংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত
রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী
তাদেরকে পরিবেষ্টন করে
থাকবে; তারা পানীয় চাইলে
তাদেরকে দেয়া হবে গলিত
ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের
মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে, এটা
নিকৃষ্ট পানীয় এবং আগুন কত

٢٩. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ
نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ
يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي آلُؤُجُوهَ ۚ بُئْسَ

নিকট আশ্রয়!

الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

আল্লাহর নিকট থেকেই আসে সত্য বাণী এবং অস্বীকারকারীরাই শাস্তির যোগ্য

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন যে, তিনি যেন জনগণকে বলে দেন : আমি আমার রবের নিকট থেকে যা কিছু এনেছি তা‘ই হক ও সত্য। তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ** এখন যার **وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ** ইنا‘ **أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا** এখন যার ইচ্ছা হবে সে মানবে এবং যার মন চাবেনা সে মানবেনা। যারা মানবেনা তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে। ওর চার প্রাচীরের আগুনের মধ্যে তারা সম্পূর্ণ শক্তিহীনভাবে অবস্থান করবে।

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : ‘মাহল’ হল ঘন/পুরু পানীয় যা তেলের গাদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। (তাবারী ১৮/১৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : ইহা হল নিঃসৃত রক্ত ও পুঁজ। (তাবারী ১৮/১৩) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন : ইহা হল সর্বোচ্চ তাপ মাত্রার পানীয়। অন্যান্যরা বলেন : ইহা সমস্ত কিছুর গলিত পদার্থ। (তাবারী ১৮/১২)

যাহহাক (রহঃ) বলেন : ইব্ন মাসউদ (রাঃ) একবার সোনা গলিয়ে দেন। যখন ওটা পানির মত হয়ে যায় ও ফুটতে থাকে এবং উপরে ফেনা ভাসতে থাকে তখন তিনি বলেন : ‘মহল’ এর সাদৃশ্য এতে রয়েছে। (তাবারী ১৮/১৩) যাহহাক (রহঃ) বলেন : জাহান্নামের পানিও কালো, জাহান্নাম নিজে কালো এবং জাহান্নামীও কালো। (তাবারী ১৮/১৩) ‘মহল’ হল কালো রং বিশিষ্ট, দুর্গন্ধময়, ঘন, মালিন্য ও কঠিন গরম জিনিস। ঐ পানীয়র কাছে মুখ মুখমন্ডল নেয়া মাত্রই মুখমন্ডল দক্ষিভূত করে, মুখ পুড়িয়ে দিবে। কুরআনুল কারীমে রয়েছে : তাদেরকে পুঁজ পান করানো হবে। অতি কষ্টে ওটা তাদের গলা দিয়ে নামবে। মুখমন্ডলের কাছে আসা মাত্রই চামড়া পুড়ে ওতে খসে পড়বে। সাঈদ ইব্ন

যুবাইর (রহঃ) বলেন : জাহান্নামীরা ক্ষুধার কথা জানালে তাদেরকে যাকুম গাছ খেতে দেয়া হবে। এর ফলে তাদের দেহের চামড়া দেহ থেকে এমনভাবে খসে পড়বে যে, তাদের পরিচিত লোকেরা গাছে লেগে থাকা ঐ চামড়াগুলি দেখেই তাদেরকে চিনে ফেলবে। পিপাসা মিটানোর জন্য পানি চাইলে তাদেরকে কঠিন গরম উত্তপ্ত পানি (مهل) পান করতে দেয়া হবে এবং তাদের মুখের কাছে পৌঁছা মাত্রই চামড়া খসে পড়ার কারণে মুখমন্ডলের যে মাংস বের হয়ে গেছে সেই মাংস পুড়িয়ে/ভেজে দিবে। (তাবারী ১৮/১৪) **بُئْسَ الشَّرَابُ** হায়! কি জঘন্য পানি!

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৫)

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৪৪)

تَسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ

তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রাব হতে পান করানো হবে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ৫)
তাদের ঠিকানা, তাদের ঘর, তাদের বাসস্থান এবং তাদের বিশ্রামস্থলও অতি জঘন্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৬)

৩০। যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি, যে সৎ কাজ করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করিনা।

۳۰. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا

<p>৩১। তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকণে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল!</p>	<p>نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۳۱. أُولَٰئِكَ هُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ۚ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا</p>
---	--

সং আমলকারী মু'মিনদের জন্যই রয়েছে উত্তম প্রতিদান

পাপীদের দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করার পর এবার মহান আল্লাহ সং আমলকারীদের প্রতিদানের বর্ণনা দিচ্ছেন। এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী এবং তাঁদের কিতাবকেও মান্যকারী। তারা সৎকার্যাবলী সম্পাদনকারী। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত জান্নাতুন আদ্ন। এই জান্নাতের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচার নিম্নদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত রয়েছে। তাদেরকে বিশেষ করে সোনার কংকনও পড়ানো হবে। তাদের পোশাকগুলির কোনটি হবে নরম পাতলা এবং কোনটি হবে নরম মোটা।

وَلَوْ لَوْأُ وَلَبَّاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৩) এ আয়াতে আরও পরিষ্কার করে তাদের পোশাকের বর্ণনা

দেয়া হয়েছে : وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র। مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ সেখানে তারা গদির আসনে হেলান দিয়ে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে পরম সুখে বসবাস করবে। বলা হয়েছে যে, চার জানুতে বসাকেও 'اتكاء' বলে। খুব সম্ভব এখানে অর্থ এটাই হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার ব্যাপার হল এই যে, আসন দিয়ে (দু পা' আড়াআড়ি করে) বসে খাদ্য খাওয়া আমি পছন্দ করিনা। (তিরমিযী ৫/৫৫৭) أَرَيْكَكَ أَرَائِكِ শব্দটি শব্দের বহু বচন। এর অর্থ হচ্ছে চৌকি, তক্তপোষ/খাট ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন :

تَادِعُونَ الشَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا তাদের পুরস্কার কতই না উত্তম এবং ওটা কতই না আরামদায়ক জায়গা! এটা জাহান্নামীদের বিপরীত। তাদেরকে সেখানে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের বাসস্থান কতই না জঘন্য ও নিকৃষ্ট! ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا কত নিকৃষ্ট পানীয় এটা এবং আগুন কত নিকৃষ্ট আশ্রয়! অনুরূপভাবে তিনি সূরা ফুরকানে জান্নাত/জাহান্নামের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৬) অতঃপর তিনি বিশ্বাসী মু'মিনদের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন :

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

তাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে, কত উত্তম সেখানে অবস্থান ও আবাসস্থল হিসাবে! (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৫-৭৬)

<p>৩২। তুমি তাদের কাছে পেশ কর দুই ব্যক্তির উপমা; তাদের এক জনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি আগুরের উদ্যান এবং এই দু'টিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্য ক্ষেত।</p>	<p>۳۲. وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا</p>
<p>৩৩। উভয় উদ্যানই ফল দান করত এবং এতে কোন ক্রটি করতনা এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নাহর।</p>	<p>۳۳. كَلَّمَا آلَ الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا ۖ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا</p>
<p>৩৪। এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল; অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল : ধন-সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।</p>	<p>۳۴. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا</p>
<p>৩৫। এভাবে নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল : আমি মনে করিনা যে, এটা কখনও ধ্বংস হবে।</p>	<p>۳۵. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا</p>

৩৬। আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত হবে, আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাশ্ত হই-ই তাহলে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।

۳۶. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا

ধনী কাফির এবং গরীব মু'মিনের তুলনা

ইতোপূর্বে সম্পদশালী ও অহংকারী মূর্তি পূজকদের বর্ণনা করা হয়েছে যারা দরিদ্র ও অভাবী মুসলিমদের সাথে একত্রে বসাকে তাদের সম্মান, প্রতিপত্তি ও অহমিকার কারণে পছন্দ করেনি। এখানে তাদের একটি দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন। দু'টি লোক ছিল, তাদের একজন ছিল সম্পদশালী। তার ছিল আগুর ও খেজুরের বাগান এবং এই দু'য়ের মাঝে ছিল শস্যক্ষেত। বাগান ছিল ফুলে-ফলে ভরপুর এবং শস্যক্ষেত ছিল শ্যামল-সবুজ। তার কাছে সব সময় নানা প্রকারের উন্নত মানের শস্য ও ফলমূল বিদ্যমান থাকত। সে এ রকম সম্পদশালী ছিল যে, তার কাছে কোন ফল-ফসলের কমতি ছিলনা।

এ ধনী লোকটি একদিন তার এক বন্ধুকে অহমিকা ও গর্ব করে বলল : اِنَّا آمِيْكُمْ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا আমি ধন-সম্পদে, মান-সম্মানে, সন্তান-সন্ততিতে, জায়গা জমিতে এবং চাকর-চাকরাণীতে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : পাপাচারী ব্যক্তির আশা আকাংখা এ রূপই হয়ে থাকে যে, দুনিয়ার এই জিনিসগুলি যেন তার কাছে প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং কখনও শেষ না হয় (তাবারী ১৮/২২) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ একদা সে নিজের বাগানে গেল এভাবে নিজের উপর যুলুমকৃত অবস্থায়। অর্থাৎ সে গর্ব ও অহংকার, কিয়ামাতকে অস্বীকার এবং কুফরী করার কাজে এত মত্ত ছিল যে, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا আমার এই সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত ফল-ফুলে ভরপুর বাগান এবং এর চারিদিকে প্রবাহিত নদী নালা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে এটা অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল তার নির্বুদ্ধিতা,

বেঈমানী, দুনিয়ার প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং কিয়ামাত দিবসকে অস্বীকার করারই কারণ। এ জন্যই সে বলে ফেলল : وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا আমার ধারণা, কিয়ামাত সংঘটিত হবেইনা। আর যদি হয়ও তাহলে এটাতো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, আমি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা। তা না হলে তিনি আমাকে এত বেশি ধন-সম্পদ দান করলেন কেন? অতএব তিনি পরকালেও আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَلَيْن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ

আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাহলে তাঁর নিকট আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫০) আর এক আয়াতে বর্ণিত আছে :

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে : আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৭৭) সে আল্লাহ তা'আলার সামনে বীরত্বপূর্ণ প্রকাশ করছে, তাঁর পক্ষ থেকে বানিয়ে কথা বলছে, অর্থাৎ আল্লাহ যা বলেননি, সে আল্লাহর নাম দিয়ে সেই কথা বলছে। এই আয়াতটি আস ইব্ন ওয়াইলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা যথা স্থানে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৩৭। তদুত্তরে তাকে তার বন্ধু বলল : তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানব আকৃতির?

৩৭. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا

<p>৩৮। কিন্তু আমি বলি : আল্লাহই আমার রাক্ব এবং আমি কেহকেও আমার রবের সাথে শরীক করিনা।</p>	<p>৩৮. لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا</p>
<p>৩৯। তুমি যখন ধনে ও সম্ভানে আমাকে তোমা অপেক্ষা কম দেখলে তখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললেনা : আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।</p>	<p>৩৯. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرِنَ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا</p>
<p>৪০। সম্ভবতঃ আমার রাক্ব আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে অগ্নি বর্ষণ করবেন যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য মাইদানে পরিণত হবে।</p>	<p>৪০. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوَيِّتِنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا</p>
<p>৪১। অথবা ওর পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা।</p>	<p>৪১. أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا غُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا</p>

গরীব মু'মিনের প্রতি সাড়া দেয়া

ঐ সম্পদশালী কাফির ব্যক্তিকে তার বন্ধু দরিদ্র মুসলিমটি যে উত্তর দিয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ বর্ণনা দিচ্ছেন। সে তাকে বহু উপদেশ দেয় এবং

তাকে ঈমান ও বিশ্বাসের হিদায়াত করে এবং বিভ্রান্তি ও অহংকার হতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। তাকে বলে : যে আল্লাহ মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন ঠনঠনে মাটি দ্বারা, এরপর নগন্য শুক্রের মাধ্যমে বংশক্রম চালু রেখেছেন, তুমি তাঁর সাথে কুফরী করছ? যেমন আল্লাহ এক জায়গায় বলেন :

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮) কি করে তুমি এই মহান রবের সত্তা ও তাঁর নি‘আমাতরাজিকে অস্বীকার করছ? তাঁর নি‘আমাতসমূহ ও তাঁর মহাশক্তির অসংখ্য নমুনা স্বয়ং তোমার মধ্যে ও তোমার উপরে বিদ্যমান রয়েছে। এমন কোন অজ্ঞ আছে কি যে, পূর্বে সে কিছুই ছিলনা, আল্লাহই তাকে অস্তিত্বে এনেছেন, এটা সে জানেনা? নিজে নিজেই হয়ে যাবার ক্ষমতা তার ছিলনা। আল্লাহ তা‘আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। সেই আল্লাহ কেমন করে অস্বীকারের যোগ্য হয়ে গেলেন? কে তাঁর একাত্মতা ও মহানত্বকে অস্বীকার করতে পারে?

মুসলিম ব্যক্তিটি তাকে আরও বলল : لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي তুমি যা বলছ তার সাথে আমি একমত নই, বরং আমি তোমার সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, ঐ আল্লাহই আমার রাব্ব, তিনি এক ও অংশীবিহীন। আমার রবের সাথে আমি কেহকেও শরীক করিনা। এরপর তাকে সে কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য বলে : وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرْنَ তুমি তোমার সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত এবং ফল-মূলে পরিপূর্ণ বাগান দেখে মহান রবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ না কেন? কেন তুমি مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ বলছনা? অর্থাৎ আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।

এই আয়াতকে সামনে রেখেই সালাফগণের কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তান-সন্ততি বা ধন-সম্পদ অথবা অবস্থা দেখে আনন্দিত হয়, তার এই কালেমাটি পড়ে নেয়া উচিত। আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে

জান্নাতের একটি কোষাগারের কথা বলব? ঐ কোষাগার হচ্ছে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ এই কালেমাটি পাঠ করা। (ফাতহুল বারী ১১/২৭১, মুসলিম ৪/২০৭৬)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন যে, ঐ সৎ লোকটি কাফির ধনী লোকটিকে বলল : فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ আল্লাহ তা‘আলার কাছে আমি আশা রাখি যে, তিনি আমাকে আখিরাতে উত্তম নি‘আমাত দান করবেন। আর তোমার এই বাগানটিকে তিনি ধ্বংস করে দিবেন যা তুমি চিরস্থায়ী মনে করছ। তিনি আকাশ হতে ওর উপর শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন। হতে পারে যে, আকাশ হতে তিনি অতি প্রবল বৃষ্টি বর্ষন করবেন যার ফলে ওটা বিধ্বস্ত হয়ে উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত হবে। অথবা তিনি ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত করবেন এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِينٍ

বল : তোমরা ভেবে দেখেছ কি, কোনো এক ভোরে যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি? (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৩০) অর্থাৎ যে পানি সর্বত্র আপন গতিতে চলতে রয়েছে তা যদি আল্লাহ তা‘আলা বন্ধ করে দেন তাহলে তা পুনরায় প্রবাহিত করার আর কেহ আছে কি? এখানে আল্লাহ বলছেন :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اصْبَحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা। غَوْرًا শব্দটি مَصْدَر্ যা غَاثِرٌ অর্থাৎ فَاعِلِ اسم অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِينٍ

বল : তোমরা ভেবে দেখেছ কি, কোনো এক ভোরে যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি? (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৩০)

<p>৪২। তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগল, যখন তা ধ্বংস হয়ে গেল। সে বলতে লাগল : হায়! আমি যদি কেহকেও আমার রবের সাথে শরীক না করতাম!</p>	<p>٤٢. وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا</p>
<p>৪৩। এবং আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিলনা এবং সে নিজেও প্রতিকারে সামর্থ্য হলনা।</p>	<p>٤٣. وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا</p>
<p>৪৪। এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার আল্লাহরই যিনি সত্য; পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।</p>	<p>٤٤. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا</p>

কুফরীর কু-পরিণতি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ঐ লোকটির সমস্ত মাল ধ্বংস হয়ে গেল। ঐ মু‘মিন লোকটি তাকে যা থেকে ভয় প্রদর্শন করেছিল তা হয়েই গেল। যে সুদৃশ্য বাগানের ব্যাপারে তার ধারণা ছিল যে, তা কখনও ধ্বংস হবেনা, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে তাকে গাফিল করেছিল, হঠাৎ এক প্রচণ্ড বড় এসে বিধ্বস্ত করে ফেলল। অতএব তাঁরই প্রশংসা কর। ধন-মাল ধ্বংস হয়ে যাবার পর সে দুঃখে হাত কচলাতে লাগল এবং আফসোস/অনুতপ্ত হয়ে বলল :

وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ হায়! যদি আমি আল্লাহর সাথে কেহকেও শরীক না করতাম তাহলে কতই না ভাল হত! যেগুলির

উপর সে গর্ব করত সেগুলি তার কোনই কাজে এলোনা। সন্তান-সন্ততি, কবীলা-গোত্র সব থেকে গেল। কেহই তাকে সাহায্য করতে পারলনা। তার গর্ব/অহংকার মাটির সাথে মিশে গেল। না কেহ তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো, আর না সে নিজে প্রতিকারে সমর্থ হল। কেহ কেহ هُنَالِكَ এর উপর وَقَف বা বিরতি মেনে থাকেন এবং পূর্বের বাক্যটিকে ওর সাথে মিলিয়ে নেন। অর্থাৎ সেখানে সে প্রতিশোধ নিতে পারলনা। আবার কেহ কেহ مُنْتَصِرًا এর উপর আয়াত শেষ করে এর পর থেকে নতুন বাক্য শুরু করেন। وَلَايَةٌ শব্দটি দ্বিতীয় পঠনে وَلَايَةٌ ও রয়েছে। প্রথম পঠনে ভাবার্থ হবে : প্রত্যেক মু'মিন ও কাফির আল্লাহ তা'আলার নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী, তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। শাস্তির সময় তিনি ছাড়া অন্য কেহই কাজে আসবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল : আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৮৪) যেমন ফির'আউন ডুবে যাওয়ার সময় বলেছিল :

حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُوتِ إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ءَأَلْفَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগল : আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বুদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯০-৯১)

وَإِوَاوُ এ যের দেয়া অবস্থায় অর্থ হবে : সেখানে সঠিকভাবে হুকুম আল্লাহর
জন্যই **لِلَّهِ الْحَقُّ** এর দ্বিতীয় কিরাআত "ق" এর উপর পেশ দিয়ে রয়েছে। কেননা
এটা **الْوَلَايَةُ** এর **صفت** বা বিশেষণ। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

أَلَمْ لِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন
হবে কঠিন। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৬) আবার কেহ কেহ "ق" কে যেরসহ
পড়ে থাকেন। তাদের মতে এটা **اللَّهُ** এর **صفت** বা বিশেষণ। যেমন অন্য
আয়াতে রয়েছে :

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ

তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত
করানো হয়। (সূরা আন'আম, ৬ : ৬২) এ জন্যই আবার তিনি বলেন : **هُوَ خَيْرٌ**
ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا যে আমল শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হয় তার সাওয়াব খুব বেশি
হয় এবং পরিণাম হিসাবেও হয় খুবই উত্তম।

৪৫। তাদের কাছে পেশ কর
উপমা পার্থিব জীবনের - এটা
পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ
করি আকাশ হতে, যদ্বারা
ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে
উদগত হয়, অতঃপর তা
বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ
হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে
নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে
শক্তিমান।

٤٥. وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ
السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
تَذَرُوهُ الرِّيحُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

৪৬। ধনৈশ্বর্য ও সম্ভান-সম্ভতি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎ কাজ, যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার রবের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছা লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।

٤٦. اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ
اَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَالبَقِيَّةُ
الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا

দুনিয়াদারী জীবনের তুলনা

দুনিয়া নষ্ট, ধ্বংস ও শেষ হওয়ার দিক দিয়ে আকাশের বৃষ্টির মত। এই বৃষ্টি যমীনের বীজ ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়, ফলে হাজার হাজার চারা গাছ সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। প্রত্যেক জিনিসের উপর সজীবতার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়, কিন্তু কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পরই সব শুকিয়ে যায় এবং এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওগুলিকে ডানে বামে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পূর্বের ঐ অবস্থার উপর যিনি সক্ষম ছিলেন, তিনি এই অবস্থার উপরও সক্ষম। সাধারণতঃ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত বৃষ্টির সাথেই দেয়া হয়ে থাকে। যেমন সূরা ইউনুসের এক আয়াতে রয়েছে :

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اُنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاَخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتٌ
اَلْاَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ

বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের অবস্থা এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় যমীনের উদ্ভিদগুলি অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও পশুরা আহার করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৪) সূরা যুমারে রয়েছে :

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ
خَرَجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَنُهُ

তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; অতঃপর ভূমিতে নির্ঝর রূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন? (সূরা যুমার, ৩৯ : ২১) সূরা হাদীদে আছে :

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ

তোমরা জেনে রেখ যে, পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়; ওর উপমা বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২০)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে : দুনিয়া হল সবুজ এবং মিষ্ট। (মুসলিম ৪/২০৯৮)

সম্পদ এবং উত্তম আমলের তুলনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ

মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণের ... আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪) অন্য আয়াতে রয়েছে :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৫) অর্থাৎ তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁরই ইবাদাতে মগ্ন থাকা দুনিয়ার সম্পদ অনুসন্ধান, তাদের মোহে পরে থাকা এবং তাদের জন্য উৎফুল্ল হওয়া হতে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ওটা তোমার রবের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছা লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। ইবন

আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে বলেছেন যে, উত্তম আমল যা স্থায়ী তা হল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের সালাত। (তাবারী ১৮/৩২) ‘আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : উত্তম আমল যা স্থায়ী তা হল সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার। (তাবারী ১৮/৩৩) বিশ্বাসীগণের নেতা উসমান ইব্ন আফফানকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিল : উত্তম আমল কোন্টি যা স্থায়ী? তিনি উত্তরে বলেছিলেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীউল আযীম। (আহমাদ ১/৭১)

মুসনাদ আহমাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক গোলাম কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : এমন পাঁচটি কালেমা রয়েছে যেগুলি মীযানে বা দাঁড়ি-পাল্লায় খুবই ওয়নসই হবে। সেগুলি হচ্ছে : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ এবং ঐ শিশু যার মৃত্যুতে তাঁর পিতা ধৈর্য ধারণ করেছে ও পুরস্কার কামনা করেছে। পাঁচটি জিনিস এমন রয়েছে যে, যারা ৫টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তারা নিঃসন্দেহে জান্নাতী। ঐগুলি হচ্ছে এই যে, তারা বিশ্বাস রাখবে আল্লাহ তা‘আলা উপর, কিয়ামাত দিবসের উপর, জান্নাতের ও জাহান্নামের উপর, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর এবং হিসাবের উপর। (আহমাদ ৪/২৩৭)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, صَلَاحَات হল আল্লাহ তা‘আলার যিক্র এবং নিম্নের কালেমাগুলি :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَبَرَّكَ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি তাবারাকাল্লাহু ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়াসতাগফিরুল্লাহা, ওয়া সাল্লাল্লাহু ‘আলা রাসূলিল্লাহ।

আর সিয়াম, সালাত, হাজ্জ, সাদাকাহ গোলাম আযাদ করা, জিহাদ করা, রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সমস্ত সাওয়াবের কাজ হচ্ছে بَقِيَّاتِ صَلَاحَات বা

চিরস্থায়ী সাওয়াব। এগুলির সাওয়াব জান্নাতবাসীদেরকে আসমান ও যমীন স্থায়ী হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা পৌছাতে থাকবেন। (তাবারী ১৮ / ৩৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন : বলা হয়েছে যে, পবিত্র কথাও এর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ১৮ / ৩৫) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত সৎকাজই এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ১৮ / ৩৫)

৪৭। স্মরণ কর সেদিনের কথা
যেদিন আমি পর্বতকে করব
উন্মিলিত এবং তুমি পৃথিবীকে
দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর;
সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত
করব এবং তাদের কেহকেও
অব্যাহতি দিবনা।

٤٧. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى
الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ
نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

৪৮। আর তাদেরকে তোমার
রবের নিকট উপস্থিত করা হবে
সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে :
তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে
সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই
তোমরা আমার নিকট উপস্থিত
হয়েছ; অথচ তোমরা মনে করতে
যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত
ক্ষণ আমি উপস্থিত করবনা।

٤٨. وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا
لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا

৪৯। এবং সেদিন উপস্থিত করা
হবে ‘আমলনামা এবং তাতে যা
লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি
অপরাধীদেরকে দেখবে
আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে :
হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা
কেমন গ্রন্থ! এটাতো ছোট বড়

٤٩. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
وَيَقُولُونَ يَتَوَلَّىٰ تَنَا مَالِ هَذَا

কিছুই বাদ দেয়নি, বরং এটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা।

الْكَتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

কিয়ামাত দিবসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলামত

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই দিন যে সব বিস্ময়কর বড় বড় কাজ সংঘটিত হবে, তিনি সেগুলি বর্ণনা করছেন। وَيَوْمَ نُسَيِّرُ সেই দিন আকাশ ফেটে যাবে এবং পাহাড়-পর্বত উড়তে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا. وَتُسَيِّرُ الْجِبَالُ سَيْرًا

যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত। (সূরা তুর, ৫২ : ৯-১০)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করেছ, অথচ সেদিন ওগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। (সূরা নামল, ২৭ : ৮৮)

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত। (সূরা কা'রি'আহ, ১০১ : ৫)
وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল : আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে। যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ : ১০৫-১০৭)

যমীন সম্পূর্ণরূপে সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। তাতে কোন উঁচু-নীচ থাকবেনা। এই যমীনে না থাকবে কোন বাড়ীঘর, না থাকবে কোন ছাউনি। কোন আড়াল ছাড়াই সমস্ত সৃষ্টজীব মহামহিমাম্বিত আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। কেহই তাঁর থেকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবেনা। কোথাও কোন আশ্রয়স্থল ও মাথা লুকানোর জায়গা থাকবেনা। কোন গাছ-পালা, পাথর ও তৃণ-লতা দেখা যাবেনা।

قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যত লোক রয়েছে সবাই একত্রিত হবে। ছোট বড় কেহই অনুপস্থিত থাকবেনা। সমস্ত লোক আল্লাহ তা'আলার সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

বল : অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৪৯-৫০)

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৩)

وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا
রুহ ও মালাইকা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন।
যেমন তিনি বলেন :

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন রুহ ও মালাইকা/ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা

নাবা, ৭৮ : ৩৮) সেদিন সমস্ত মানুষের সারি একটি হবে অথবা তারা কয়েকটি সারিতে বিভক্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং যখন তোমার রাক্ষ আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে। (সূরা ফাজর, ৮৯ : ২২) কিয়ামাতকে যারা অস্বীকার করত তাদেরকে সেই দিন ধমকের স্বরে বলা হবে :

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ দেখ, যেমনভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে আমার সামনে দাঁড় করিয়েছি; তোমরাতো এটা অস্বীকার করতে।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ তাদের সামনে আমলনামা হাযির করা হবে, যাতে ছোট বড়, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ থাকবে। পাপীরা তাদের দুষ্কর্মগুলি দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং অত্যন্ত আফসোস করে বলবে : وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا হায়! আমরা আমাদের জীবন ও আয়ুকে কি অবহেলায় কাটিয়ে দিয়েছিলাম! বড়ই অনুতাপ যে, দুনিয়ায় আমরা শুধু দুষ্কর্মেই লিপ্ত থাকতাম।

مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا দেখ, এমন কোন কাজ নেই যা এই কিতাবে (আমলনামায়) লিখা হয়নি। বরং তারা যে ছোট/বড় পাপ করেছে তা সবই এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে তারা দেখতে পাবে।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সংকাজ হতে যা করেছে তা দেখতে পাবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩০)

يُنَبِّئُكَ آلِ نَسْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمْتَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৩)

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (সূরা তারিক, ৮৬ : ৯) সেই দিন গোপনীয় সবকিছুই প্রকাশিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামাতের দিন একটি পতাকা থাকবে। ঐ পতাকা দ্বারা তারা পরিচিত হবে। (আহমাদ ৩/১৪২) অন্য হাদীসে আছে যে, ঐ ঝাড়াটি তার পিছনে লটকানো থাকবে এবং তাতে লিখা থাকবে এটা অমুকের পুত্র অমুক বিশ্বাসঘাতক। (ফাতহুল বারী ১২/৩৫৪, মুসলিম ৩/১৩৬১) মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। ক্ষমা করে দেয়া তাঁর বিশেষত্ব। তবে হ্যাঁ, পাপী ও অপরাধীদেরকে তিনি স্বীয় ক্ষমতা, নিপুণতা এবং আদল ও ইনসাফের সাথে শাস্তি প্রদান করে থাকেন। অপরাধী ও অবাধ্য লোকদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ হবে। তারপর কাফির ও মুশরিক ছাড়া মু’মিনরা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। বলা হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৪০)

وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ

كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড; সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওয়নেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৪৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন : একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস শুনেছেন এই খবর আমার কাছে পৌছে। ঐ হাদীসটি আমি স্বয়ং তাঁর মুখে শোনার উদ্দেশে একটি উট ক্রয় করি এবং ওর উপর আসবাব পত্র উঠিয়ে নিয়ে সফরে বেরিয়ে পড়ি। সুদীর্ঘ এক মাস

ভ্রমণের পর সন্ধ্যার সময় আমি সিরিয়ায় আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইসের (রাঃ) কাছে পৌঁছি। আমি দারোয়ানকে বললাম : যাও, তাকে খবর দাও যে, যাবির (রাঃ) দরবার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি খবর পেয়ে জিজ্ঞেস করেন : যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ কি? আমি উত্তরে বললাম : জি হ্যাঁ। এটা শোনা মাত্রই তিনি গায়ের চাদর ঠিক করতে করতে তড়িৎ গতিতে আমার কাছে ছুটে এলেন। এসেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাকে বললাম : আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি কিসাসের ব্যাপারে কোন একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন। আমি স্বয়ং আপনার মুখে ঐ হাদীসটি শোনার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি এবং খবর শোনা মাত্রই আমি সফর শুরু করেছি এই ভয়ে যে, এই হাদীসটি শোনার পূর্বেই যদি আমি মৃত্যুবরণ করি অথবা আপনার মৃত্যু হয়! এখন আপনি আমাকে ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দিন। তিনি তখন বলতে শুরু করলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামাতের দিন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তাঁর সমস্ত বান্দাকে তাঁর সামনে একত্রিত করবেন। ঐ সময় তারা নগ্ন দেহ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় থাকবে। তাদের কাছে কোন কিছুই থাকবেনা। তারপর তাদের সামনে ঘোষণা করা হবে যে ঘোষণা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই সমানভাবে শুনতে পাবে। মহান আল্লাহ বলবেন : আমিই সর্বাধিরাজ, আমিই মালিক, আমিই বিচারের মালিক। ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাহান্নামী জাহান্নামে যাবেনা যতক্ষণ না আমি তার ঐ হক আদায় করে না দিব যা কোন জান্নাতীর জিম্মায় রয়েছে। আর কোন জান্নাতীও জান্নাতে যেতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার ঐ প্রাপ্য আদায় করে দিব যা কোন জাহান্নামীর জিম্মায় রয়েছে; ঐ হক বা প্রাপ্য যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সবাইতো সেদিন খালি পায়ের, খৎনাবিহীন, নগ্ন দেহ ও ধন-সম্পদশূন্য অবস্থায় থাকব, এ অবস্থায় কেমন করে প্রাপ্য আদায় করা হবে? তিনি উত্তরে বলেন : হ্যাঁ (যেভাবেই হোক না কেন), সেই দিন সৎ আমলকারী ও পাপীদের নিকট থেকে হক বা প্রাপ্য আদায় করে নেয়া হবে। (আহমাদ ৩/৪৯৫) ইমাম আহমাদের ছেলে আবদুল্লাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস অন্য সনদে বর্ণিত আছে।

গুবা’হ (রহঃ) আল আওয়াম ইব্ন মুজাহিদ (রহঃ) হতে, তিনি আবু উসমান (রহঃ) হতে, তিনি উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন শিংবিহীন

পশুকে যদি কোন শিংবিশিষ্ট পশু শিং দ্বারা গুঁতো মেরে থাকে তাহলে কিয়ামাত দিবসে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে। (যাওয়ায়িদ আল মুসনাদ ১/১২) ইমাম আহমাদের (রহঃ) ছেলে আবদুল্লাহ (রহঃ) এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অন্যান্য সূত্র থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

৫০। এবং স্মরণ কর, আমি যখন মালাইকাগণকে বলেছিলাম : তোমরা আদমের প্রতি নত হও। তখন সবাই নত হল ইবলীস ছাড়া; সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা।

۵۰. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

আদম (আঃ) এবং ইবলীসের ঘটনা

মহান আল্লাহ বলেন : ইবলীস তোমাদের এমনকি তোমাদের মূল পিতা আদমেরও প্রাচীন শত্রু। সুতরাং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে ছেড়ে তার অনুসরণ করা তোমাদের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও স্নেহ-মমতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে প্রতিপালন করছেন। সুতরাং তাঁকে ছেড়ে তাঁর এবং তোমাদের নিজেদেরও শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা কত মারাত্মক ভুল! এর পূর্ণ তাফসীর সূরা বাকারাহর শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য সমস্ত মালাইকা/ফেরেশতাগণকে তাঁর সামনে সাজদাহ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلٰصَلٍ مِّنْ حَمٍَٔ مَّسْنُوۡنٍۙ
فَاِذَا سَوَّیْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوۡا لَهٗ سَجْدًاۙ

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন : আমি ছাঁচে ঢালা গুচ্ছ ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাহবনত হও। (সূরা হিজর, ১৫ : ২৮-২৯) সবাই হুকুম পালন করে, কিন্তু ইবলীসের মূল ছিল খারাপ, তাকে ধূম্রহীন আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই সে মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং পাপাচারী হয়ে যায়। মালাইকাকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন : মালাইকাকে সৃষ্টি করা হয় নূর (জ্যোতি) থেকে, ইবলীস সৃষ্টি হয় ধূম্রবিহীন অগ্নিশিখা হতে, আর আদমকে (আঃ) যা থেকে সৃষ্টি করা হয় তোমাদের সামনে তা বর্ণনা করা হয়েছে। (মুসলিম ৪/২২৯৪) এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, প্রত্যেক জিনিসই তার মূলের গুণাগুণের উপর ফিরে এসে থাকে। ইবলীস যদিও মালাইকার মতই আমল করছিল এবং তাঁদের সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত ছিল, আর আল্লাহর ইবাদাতের কাজে দিনরাত নিমগ্ন ছিল। কিন্তু আল্লাহর ঐ নির্দেশ শোনা মাত্রই ওর আসল রূপ ফুটে উঠল। সুতরাং সে অহংকার করল এবং পরিস্কারভাবে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ অমান্য করল। তাই আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিলেন যে, সে ছিল জিন এবং ওর সৃষ্টিই হয়েছিল আগুন থেকে, যেমন সে নিজেই বলেছে :

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِنْ طِیۡنٍۙ

আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। (সূরা সা‘দ, ৩৮ : ৭৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : ইবলীস কখনই মালাইকাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। সে হচ্ছে জিনদের মূল, যেমন আদম (আঃ) হলেন মানুষের মূল। (তাবারী ১৮/৫০৬)

هٖ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ (সে তার রব্বের আদেশ অমান্য করল) অর্থাৎ আল্লাহর আদেশের বাইরে তার আচরণের দ্বারা সে অবাধ্য হল। ‘ফাসিক’ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার বিপরীত কাজ করা অথবা যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা না করা। ফুল থেকে যখন খেজুর বের হয় তখন আরাবরা ওকে

‘ফাসাকাত’ বলে। ইদুর যখন ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য তার গর্ত থেকে বের হয় তখনও ঐ একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের ব্যাপারে ভর্তসনা করছেন যারা ইবলীসের অনুসরণ করে : فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

(সে তার রবের আদেশ অমান্য করল)

মোট কথা, ইবলীস আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেল। সুতরাং হে মানবমন্ডলী! তোমরা তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করনা এবং আমাকে (আল্লাহকে) ছেড়ে তার সাথে সম্পর্কে জুড়ে দিওনা। اِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীরা মন্দ প্রতিফল পাবে। এটা ঠিক ঐ রূপ যেভাবে সূরা ইয়াসীনে কিয়ামাতের ভয়াবহ দৃশ্যের এবং পাপী ও সৎ আমলকারীদের পরিণাম বর্ণনা করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ. أَلَمْ أَعْهَدْ لَكُمْ يَبْنَىٰ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫৯-৬২)

৫১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়, এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করার নই।

৫১. مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضْداً

মুশরিক, কাফিরদের দেবতারা কোন সৃষ্টিই প্রত্যক্ষ করেনি, এমনকি তাদের নিজেদের সৃষ্টিও না

মহান আল্লাহ মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করে বলেন : আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা তোমাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছ তারা তোমাদের মতই আমার গোলাম। তাদের কোন কিছুই মালিকানা নেই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে আহ্বান করিনি, বরং তারা নিজেরাই সেই সময় বিদ্যমান ছিলনা: সমস্ত কিছু একমাত্র আমিই সৃষ্টি করেছি। সবাইকে আমিই পরিচালনা করি। আমার কোন অংশীদার, উযীর ও পরামর্শদাতা নেই। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ
ظَهِيرٌ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

তুমি বল : তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বুদ মনে করতে। তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কোনো কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশ নেই এবং না তারা সাহায্যকারী। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ : ২২-২৩) মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا
আমার জন্য এটা শোভনীয় নয়; আমার কোন প্রয়োজনও নেই যে, তাদেরকে এবং বিশেষ করে বিভ্রান্তকারীদেরকে নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করব।

৫২। এবং সেদিনের কথা
স্মরণ কর যেদিন তিনি
বলবেন : তোমরা যাদেরকে
আমার শরীক মনে করতে
তাদেরকে আহ্বান কর; তারা
তখন তাদেরকে আহ্বান

۵۲. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا
شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ رَعِمْتُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ

করবে, কিন্তু তারা তাদের
আহ্বানে সাড়া দিবেনা এবং
আমি তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে
রেখে দিব এক ধ্বংস গহ্বর।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا

৫৩। পাপীরা আগুন
অবলোকন করে আশংকা
করবে যেন ওরা ওতেই পতিত
হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা
পরিভ্রাণ পাবেনা।

۵۳. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ

فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ

يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

মুশরিকরা যাদেরকে শরীক করে তারা কারও ডাকে সাড়া দিতে
সক্ষম নয়, অপরাধীদেরকে অবশ্যই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে

সমস্ত মূর্তি পূজক মুশরিকদেরকে কিয়ামাতের দিন লজ্জিত করার উদ্দেশে
সবার সামনে বলা হবে : نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ আজ তোমরা
তোমাদের ঐ শরীকদেরকে আহ্বান কর যাদেরকে দুনিয়ায় আহ্বান করতে, যাতে
তারা তোমাদেরকে আজকের বিপদ হতে রক্ষা করে। তারা তখন আহ্বান করবে,
কিন্তু কোন সাড়া পাবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنَكُمْ
وَرَأَىٰ ظُهُورُكُم ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ
شُرَكَؤُا ۖ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা
তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমি তো তোমাদের সাথে
তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী
করতে যে, তারা তোমাদের কাজকর্মে (আমার) শরীক; বাস্তবিকই তোমাদের

পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৯৪)

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা। অন্য আয়াতে আছে :

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ

তাদেরকে বলা হবে : তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৬৪) অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৫) সূরা মারইয়ামে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ

بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮১-৮২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا তাদের মধ্যে ও তাদের বাতিল মা'বুদদের মধ্যে পর্দা ও ধ্বংসের গর্ত বানিয়ে দিব: যেন তারা পরস্পর মিলিত হতে না পারে। যেন সুপথ প্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টরা পৃথকভাবে থাকে।

ইবন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। মূর্তি পূজকরা যাদের পূজা করছে তাদের কাছে তারা কখনও পৌছতে পারবেনা। আর কিয়ামাত দিবসেও তারা একে অপরের সাথে দেখা/সাক্ষাত করার সুযোগ পাবেনা। তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রাখা হবে। তাদের মাঝে থাকবে ভয়ংকর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আতংক। কেননা তাদের মাঝে ভয়াবহ

অবস্থা সৃষ্টি হবে। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : আমি ঐ মুশরিক ও মুসলিমদের মাঝে আড়াল করে দিব, যেমন নিম্নের আয়াতসমূহে রয়েছে :

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রুম, ৩০ : ১৪)

يَوْمِئِذٍ يَصَّدَّغُونَ

সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রুম, ৩০ : ৪৩)

وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ

আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫৯)

وَيَوْمَ نَخَشِرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ. هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব : তোমরা ও তোমাদের নিরুপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিব এবং তাদের সেই শরীকরা বলবে : তোমরাতো আমাদের ইবাদাত করতেনা। বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদাত সম্বন্ধে অবগত ছিলামনা। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলি পরীক্ষা করে নিবে, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। আর যে সব মিথ্যা মা'বুদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৮-৩০)

وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে,

বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। এই পাপী ও অপরাধীরা এমন অবস্থায় জাহান্নাম দেখবে যে, সত্তর হাজার লাগামে তারা আবদ্ধ থাকবে। প্রত্যেক লাগামের জন্য সত্তর হাজার করে মালাক/ফেরেশতা থাকবে। দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে, ওটাই তাদের কয়েদখানা। জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বেই তাদের উপর কঠিন বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। এগুলো হবে প্রকৃত শাস্তির পূর্বের শাস্তি।

وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۖ

কিন্তু তারা তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাবেনা।

৫৪। আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।

٥٤. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا

পবিত্র কুরআনে রয়েছে সঠিক দিক নির্দেশনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : মানুষের জন্য আমি আমার কিতাবে সমস্ত কথা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি যাতে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে, হিদায়াতের পথ হতে সরে না যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া সবাই মুক্তির পথ থেকে সরে গিয়ে মিথ্যার পংকিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা (রাঃ) ও আলীর (রাঃ) বাড়ীতে গমন করেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা যে শুইয়ে রয়েছে, সালাত আদায় করছ না কেন? উত্তরে আলী (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রাণ আল্লাহ তা‘আলার হাতে রয়েছে, যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখনই আমাদের উঠিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীর (রাঃ) মুখে এ কথা শুনে আর কিছু না বলে ফিরে যেতে উদ্যত হন। ফিরার পথে তিনি হাঁটুর উপর হাত মেরে বলতে বলতে যাচ্ছিলেন : মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে অতি বেশি তর্কপ্রিয়। (আহমাদ ১/১১২, ফাতহুল বারী ৩/১৩, মুসলিম ১/৫৩৮)

৫৫। হিদায়াত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে

٥٥. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا

বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের পূর্ব-পুরুষদের অনুরূপ আযাব অথবা কখনই বা তারা তা প্রত্যক্ষ করবে।

إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

৫৬। আমি শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই রাসূলদেরকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সবকে তারা বিদ্রূপের বিষয় রূপে গ্রহণ করে থাকে।

۵۶. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَتُجَدِّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا ءَايَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا

অবিশ্বাসী কাফিরদের হঠকারিতা

আল্লাহ তা‘আলা পূর্ব যুগের ও বর্তমান সময়ের কাফিরদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও তারা তা হতে দূরে সরে থাকছে। তারা আল্লাহর শাস্তি স্বচক্ষে দেখে নেয়া কামনা করছে। কেহ কেহ আকাংখা করছে যে, তাদের উপর যেন আকাশ ফেটে পড়ে যায়। তাদের কেহ কেহ তাদের রাসূলকে বলেছিল :

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু‘আরা, ২৬ : ১৮৭) অন্যেরা বলেছিল :

করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তাহলে তার অপেক্ষা অধিক সীমা লংঘনকারী আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; তুমি তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করলেও তারা কখনও সৎ পথে আসবেনা।

بِغَايَةِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا
وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ؕ إِنَّا
جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ
تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ
يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

৫৮। এবং তোমার রাব্ব ক্ষমাশীল, দয়াবান। তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহর্ত, যা হতে তাদের পরিত্রাণ নেই।

৫৮. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو
الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا
كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ
الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ
يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا

৫৯। ঐ সব জনপদ - তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমা লংঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

৫৯. وَتِلْكَ الْقُرَى ۚ
أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَمَمُوا وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا

সৃষ্টির নিকৃষ্ট লোক তারাই যারা সত্যকে অস্বীকার করে

মহান আল্লাহ বলেন : প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় পাপী ও অপরাধী আর কে হতে পারে যার সামনে যখন তার রবের কালাম পাঠ করা হয় তখন সে ওর প্রতি ভ্রক্ষেপও করেনা এবং ওর প্রতি আকৃষ্টও হয়না, বরং মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পূর্বে যে সব দক্ষর্ম করেছে সেগুলি সবই ভুলে যায়?

তার এই وَكْسِي مَا قَدَّمْتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
 দুর্ব্যবহারের শাস্তি এই যে, তার অন্তরের উপর পর্দা পড়ে যায়। ফলে ভাল
 কাজের প্রতি তার কোন মনোযোগই থাকেনা এবং করআন বুঝতে পারেনা।

وَأِنْ تَدْعُهُمْ إِلَىٰ تَارِ كَانَهُ وَبَهِرَتَا أَسْوَ يَآءِ । فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
سُوتَرَآ تَكَ هِدَايَاتَهَرِ طَرَاتِ لَآكُتَا دَا'ؤَيَاتِ
دَوَا هُوكِ نَا كَعِنِ، سُوَطُثِ طُرَاطِ تَارِ أَئِنِ اُسَمْبَبِ । ذُو الرِّحْمَةِ
هَ نَابِي! تُؤْمَارِ رَآكِبِ بَذُّهُ دَيَاوَانِ । تُنِينِ أُعْثِ مَآنَهَرِ كَرْطَارِ أَذِكِرَّارِي ।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرهَا مِنْ دَابَّةٍ

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেননা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪৫)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُهُمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল
এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৬)

এটাতো শুধু তাঁর সহনশীলতা, গোপনীয়তা রক্ষা ও ক্ষমা, যাতে পথভ্রষ্টরা সৎ পথে ফিরে আসে এবং পাপীরা তাওবাহ করে তাঁর করুণার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। কিন্তু যারা তাঁর এই সহনশীলতা দ্বারা উপকার লাভ করবেনা এবং নিজেদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর পাকড়াও করার দিন অতি নিকটবর্তী। ওটা এমন কঠিন দিন যে, শিশুরা বড়ো হয়ে যাবে এবং গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে।

ثُمَّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْ يَّوْمٍ مِّنْ يَّوْمَيْنِ ۚ إِنَّ يَوْمَئِذٍ لَّا يُفْلَكُ ۚ

এ দিন কোন আশ্রয়স্থল
থাকবেনা এবং পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখা যাবেনা। তোমার পূর্ববর্তী

উস্মাতেরাও তোমাদের মতই আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশেষে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলেছি। তাদের ধ্বংস হওয়ার নির্ধারিত সময় এসে পড়ায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। সুতরাং হে মুশরিকদের দল! তোমরাও আমার শাস্তির ভয় কর। তোমরা শ্রেষ্ঠ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছ এবং তাঁর প্রতি অত্যাচার করছ! তাঁকে অবিশ্বাস করছ! অথচ পূর্ববর্তী কাফিরদের তুলনায় তোমাদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জাম খুবই কম এবং তাদের তুলনায় তোমরা আমার কাছে অধিক প্রিয়ও নও। সুতরাং তোমরা সব সময় আমার শাস্তির ভয় মনে রেখ এবং উপদেশ গ্রহণ কর।

৬০। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল : দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে না পৌঁছে আমি থামবনা, অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।

٦٠. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

৬১। তারা যখন উভয়ের সংযোগস্থলে পৌঁছল, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; ওটা সুরঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।

٦١. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

৬২। যখন তারা আরও অগ্রসর হল, মূসা তার সংগীকে বলল : আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো, আমরাতো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

٦٢. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا

মূসা (আঃ) বলেন : আমাকে যদি যুগ যুগ ধরেও চলতে হয় তবুও কোন ক্ষতি নেই। বলা হয়েছে যে, কায়েসের অভিধানে বছরকে **حُقب** বলা হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, **حُقب** দ্বারা আশি বছর বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) সত্তর বছর বলেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **حُقب** এর অর্থ যুগ বলেছেন। মূসাকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছিলেন : তুমি লবণ মাখানো একটি (মৃত) মাছ সাথে নিবে, যেখানে ঐ মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তুমি আমার ঐ বান্দার সাক্ষাৎ পাবে।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا মাছটিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করেন এবং চলতে চলতে দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছেন। সেখানে নাহরে হায়াত ছিল। সেখানে তাঁরা দু'জন ঘুমিয়ে পড়লেন। নাহরের পানির ছোয়ায় মাছটি জীবন ফিরে পেল। মাছটি তার সঙ্গী ইউশার (আঃ) থলের ভিতর রাখা ছিল। ওটা সমুদ্রের পাশেই ছিল। মাছটি থলে থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে গমন করল। তখন ইউশা (আঃ) জেগে ওঠেন। মাছটি তাঁর চোখের সামনে দিয়ে পানিতে নেমে যায়। **يَا يَمِينُ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا** যমীনে যেমনভাবে সুড়ঙ্গ হয় ঠিক তেমনি মাছটির সাতার দিয়ে গমনের পথে সুড়ঙ্গ হয়ে যায়। পানি এদিক ওদিক খাড়া হয়ে যায় এবং ঐ সুড়ঙ্গটি সম্পূর্ণরূপে খোলা থাকে।

মাছটির কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা দু'জন সামনের দিকে এগিয়ে যান। এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখার বিষয় যে, একটি কাজ দু'জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। মাছটির কথা ভুলে গেলেন শুধু ইউশা (আঃ), অথচ বলা হয়েছে যে, তাঁরা দু'জন ভুলে গেলেন। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে :

تَخْرُجُ مِنْهَا اللَّوُؤُؤُ وَالْمَرْجَابُ

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ২২) অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মণিমুক্তা শুধু লবণাক্ত পানির সমুদ্র হতেই বের হয়।

কিছু পথ অতিক্রম করার পর মূসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীকে বললেন : **لَفَتَاهُ آتَنَا** আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো। আমরাতো

আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাঁরা এই ক্লান্তি অনুভব করেছিলেন তাঁদের গন্তব্য স্থান অতিক্রম করার পর। গন্তব্য স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তাঁরা কোন ক্লান্তি অনুভব করেননি। ঐ সময় তাঁর সঙ্গীর মাছের কথা মনে পড়ে। তাই তিনি মূসাকে (আঃ) বলেন : **قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ** : যখন আমরা শিলাখন্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে যাই, তখন মাছের কথা বর্ণনা করতে শাইতানই আমাকে ভুলিয়ে দেয়। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে যায়। ইউশার (আঃ) এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বলেন : আমরাতো ঐ স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। মহান আল্লাহ বলেন :

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দার সাক্ষাৎ পেল যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার নিকট হতে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। আল্লাহ তা‘আলার এই বান্দা হলেন খিযর (আঃ)।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন : নাউফ ইব্ন বিকালী নামক লোকটির ধারণা এই যে, খিযরের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎকারী মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের মূসা (আঃ) ছিলেননা। এ কথা শুনে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : আল্লাহর ঐ শত্রু মিথ্যাবাদী। আমি উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) থেকে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন :

একদা মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্যে খুৎবা দিচ্ছিলেন। ঐ সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয় : সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন : আমি। তিনি জবাবে “আল্লাহ জানেন” এ কথা না বলায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর কাছে অহী নাযিল করেন : আমার এমন এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়েও বড় আলেম। তখন মূসা (আঃ) বলেন : হে আমার রাব্ব! আমি তাঁর সাথে কিরূপে দেখা করতে পারি? উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে নির্দেশ দেন : তুমি একটি মাছ সঙ্গে নাও এবং ওটা থলেতে রেখে দাও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তুমি আমার ঐ বান্দার সাক্ষাৎ লাভ করবে। এই নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আঃ) ইউশা ইব্ন নুনকে (আঃ) সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু

করেন। একটি শিলাখন্ডের পাশে গিয়ে ওর উপর মাথা রেখে কিছুক্ষণের জন্য তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে থলের মধ্যে মাছটি লাফাতে শুরু করে এবং এভাবে সমুদ্রে নেমে যায় যেমন কেহ সুড়ঙ্গ দিয়ে যমীনের মধ্যে নেমে থাকে। আল্লাহ তা'আলা পানির প্রবাহ ও চলাচল বন্ধ করে দেন এবং তাকের (rack) মত সমুদ্রের মধ্যে ঐ সুড়ঙ্গটি বাকী থেকে যায়। তিনি জেগে উঠলে তাঁর সঙ্গী ইউশা (আঃ) তাঁকে মাছের ঐ ঘটনাটি বলতে ভুলে যান। অতঃপর তাঁরা সেখান থেকে চলতে শুরু করেন। দিন শেষে সারা রাত তাঁরা চলতে থাকেন। পরদিন মূসা (আঃ) ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেখানে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই জায়গা অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মোটেই ক্লান্তি অনুভব করেননি। তিনি তাঁর সঙ্গীর কাছে নাশতা চান এবং ক্লান্তির কথা বলেন। তখন তাঁর সঙ্গী তাঁকে বলেন : যখন আমরা পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম ঐ সময় আমি মাছটির ব্যাপারটি ভুলে গিয়েছিলাম এবং ঐ কথা আপনার কাছে বর্ণনা করতে শাইতান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। সেখানে মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে তাতে নেমে যায়। সমুদ্রে তার জন্য সুড়ঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তখন মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন : আমরা ঐ স্থানটিরই সন্ধানে ছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। ঐ পাথরটির নিকট পৌঁছে দেখেন, সেখানে একটি লোক কাপড় জড়িয়ে বসে রয়েছেন।

মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন : “এই ভূখন্ডে এই সালাম কেমন? তিনি বলেন : আমি মূসা। তিনি জিজ্ঞেস করেন : বানী ইসরাঈলের মূসা কি? তিনি জবাবে বলেন : হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এ জন্যই এসেছি যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আপনি যেসব ভাল কথা শিখেছেন তা আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তিনি বললেন : হে মূসা! আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা। কারণ আমার যে জ্ঞান রয়েছে আপনার তা নেই, আর আপনার যে জ্ঞান রয়েছে তা আমার নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দু'জনকে পৃথক পৃথক জ্ঞান দান করেছেন।

তখন মূসা (আঃ) বললেন : ইনশাআল্লাহ! আপনি দেখবেন যে, আমি ধৈর্য ধারণ করব। আপনার কোন কাজেরই আমি বিরুদ্ধাচরণ করবনা। খিযর (আঃ) তখন তাঁকে বললেন : আচ্ছা, আপনি যদি আমার সাথে থাকতেই চান তাহলে আমাকে নিজে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেননা, যে পর্যন্ত না আমি আপনাকে জানিয়ে দেই। এভাবে কথা বলে তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করলেন। নদীর তীরে

একটি নৌকা ছিল। মাঝিকে খিযর (আঃ) তাঁদেরকে নৌকায় নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। মাঝি খিযরকে (আঃ) চিনে ফেলে এবং বিনা ভাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নেয়। নৌকায় চড়ে তাঁরা কিছু দূর গেছেন, এমতাবস্থায় মূসা (আঃ) দেখেন যে, খিযর (আঃ) নীরবে কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা ফুটো করছেন। এ দেখেই মূসা (আঃ) তাঁকে বললেন : আপনি এ করছেন কি? মাঝিতো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে এবং আমাদেরকে বিনা ভাড়াই নৌকায় উঠিয়েছে। আর আপনি তার নৌকা ছিদ্র করছেন? এর ফলেতো নৌকার সব আরোহী ডুবে মরবে। এতো বড়ই অন্যায় কাজ। জবাবে খিযর (আঃ) তাকে বললেন : দেখুন! আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা? মূসা (আঃ) তখন ওয়র পেশ করে বললেন : আমার ক্রটি হয়ে গেছে। ভুলবশতঃ আমি প্রশ্ন করে বসেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি কঠোর হবেননা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সত্যিই তাঁর প্রথম ক্রটিটি ভুলবশতঃই ছিল। বর্ণিত আছে যে, ঐ নৌকাটির একটি তক্তার উপর একটি পাখি এসে বসে এবং পানিতে চঞ্চু ডুবিয়ে পানি নিয়ে উড়ে যায়। এ সময় খিযর (আঃ) মূসাকে (আঃ) বলেন : হে মূসা! আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমার ও আপনার জ্ঞান ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখীটি তার চঞ্চুতে সমুদ্রের সমস্ত পানি থেকে তুলে নিয়েছে। অতঃপর নৌকাটি তীরে ভিড়ে যায়। নৌকা থেকে নেমে তাঁরা চলতে থাকেন। পথে কতকগুলি শিশু খেলা করছিল। খিযর (আঃ) ওদের একজনকে ধরে এমনভাবে তার গলা মুচড়ে দেন যে সাথে সাথেই সে মারা যায়। এতে মূসা (আঃ) হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বলে ফেলেন : আপনি কি করলেন! অন্যায়ভাবে এই শিশুটিকে মেরে ফেললেন? আপনি বড়ই অপরাধমূলক কাজ করলেন! উত্তরে খিযর (আঃ) তাঁকে বললেন : আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা? এবার খিযর (আঃ) পূর্বাপেক্ষা বেশি কঠোর হলেন।

তখন মূসা (আঃ) তাঁকে বললেন : ঠিক আছে, এরপরে যদি আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেননা, এ অধিকার আমি আপনাকে দিলাম। আমার ওয়র আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে। আবার তাঁরা চলতে থাকেন। তাঁরা এক গ্রামে গিয়ে পৌছেন। তাঁরা ঐ গ্রামবাসীর কাছে থেতে চাইলে তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে পরিস্কারভাবে অস্বীকার করে। অতঃপর তাঁরা সেখানে এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পান। খিযর (আঃ) ওটিকে সুদৃঢ় করে দেন। মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন : আমরা তাদের অতিথি হতে চাইলাম, কিন্তু তারা

আমাদের আতিথেয়তা করলনা। এর পরেও যখন আপনি তাদের এই কাজটি করে দিলেন তখন এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খিযর (আঃ) তখন বললেন : এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি আমি ওর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মুসা (আঃ) যদি ধৈর্য ধারণ করতেন তাহলে আল্লাহ তাঁদের দু'জনের আরও বহু কথা আমাদের সামনে বর্ণনা করতেন।

ইবন আব্বাসের (রাঃ) কিরাআতে **وَكَانَ وَرَأْسُهُمْ** এর স্থলে **وَأَمَّا مَهُمْ** রয়েছে এবং **سَفِينَةٍ** এর পরে **صَالِحَةٍ** শব্দটিও রয়েছে। আর **الْغَلَامُ** এরপরে **فَكَانَ كَافِرًا** শব্দও আছে।

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে প্রায় অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে : অতঃপর মুসা (আঃ) তাঁর গৃহভৃত্য ইউশা ইবন নুনকেসহ বের হলেন। তাদের সাথে মাছটিও ছিল। তারা একটি শিলাখন্ডের কাছে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছা করলেন। মুসা (আঃ) সেখানে শুইয়ে পরলেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। ঐ শিলাখন্ডের পাশ দিয়ে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছিল যার নাম ছিল 'আল হায়াত'। ওর পানি যা কিছুর উপর পতিত হত তা 'ই প্রাণ ফিরে পেত। ঐ পানি যে কোনভাবেই হোক মাছের শরীর স্পর্শ করে। ফলে ওটি নড়াচড়া করতে করতে এক সময় পাত্র থেকে লাফিয়ে পানিতে পরে যায়। মুসা (আঃ) ঘুম থেকে জেগে তাঁর ভৃত্যক বলেন : **لَفَتَاهُ آتَانَا غَدَاءَنَا** (আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো)

এরপর ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন : অতঃপর একটি পাখি এসে নৌকার পাশে বসে এবং ওর চঞ্চু সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে নেয়। খিযর (আঃ) মুসাকে (আঃ) বললেন : আমার এবং আপনার জ্ঞান এবং পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকুলের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় ঐ রকম যেমন ঐ পাখিটি তার চঞ্চুতে সমুদ্র থেকে পানি তুলে নিতে পেরেছে। অতঃপর তিনি হাদীসটির বাকি অংশ বর্ণনা করেন।

৬৬। মুসা তাকে বলল : সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন - এই শর্তে

٦٦. قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا

আমি আপনার অনুসরণ করব কি?	عُلِّمْتَ رُشْدًا
৬৭। সে বলল : তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেনা।	٦٧. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
৬৮। যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে কেমন করে?	٦٨. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا
৬৯। মূসা বলল : আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করবনা।	٦٩. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا
৭০। সে বলল : আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করই তাহলে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করনা, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।	٧٠. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

খিয়রের (আঃ) সাথে মূসার (আঃ) সাক্ষাত এবং

তাঁর সাথে সফর সঙ্গী হওয়া

এখানে ঐ কথোপকথনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মূসা (আঃ) ও খিয়রের (আঃ) মধ্যে হয়েছিল। খিয়র (আঃ) ঐ বিদ্যার সাথে বিশিষ্ট ছিলেন যে বিদ্যা মূসার (আঃ) ছিলনা। আর মূসার (আঃ) ঐ বিদ্যা জানা ছিল যা খিয়রের (আঃ) জানা ছিলনা। মূসা (আঃ) আদবের সাথে খিয়রের (আঃ)

কাছে আবেদন জানালেন যাতে তাঁর প্রতি তিনি দয়া প্রদর্শন করেন। জ্ঞানী ব্যক্তিকে এভাবে আদবের সাথে প্রশ্ন করাই শিক্ষার্থীর উচিত। মুসা (আঃ) খিয়রের (আঃ) কাছে আবেদন করছেন : আপনার অনুমতি পেলে আমি আপনার কাছে থাকব ও আপনার সাথে আমার সময় কাটাব এবং আপনার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করব যদ্বারা পথ নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে আমি উপকৃত হব। আর এর ফলে আমার আমল ভাল হবে। জবাবে খিয়র (আঃ) তাঁকে বলেন :

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا আপনি আমার কাছে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা। আমার কাজকর্ম আপনার জ্ঞানের বিপরীত মনে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা আপনার নেই এবং আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা আমার নেই। আমি একটি পৃথক খিদমাতের কাজে লেগে রয়েছি এবং আপনিও একটা পৃথক খিদমাতের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। আপনার যে জ্ঞান আছে তার বিপরীত কাজ দেখে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন এটা অসম্ভব। আর ঐ অবস্থায় আপনি ক্ষমাই বলে বিবেচিত হবেন। কেননা কিছু গোপনীয় নিপুণতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান নেই। আর আল্লাহ আমাকে ঐ জ্ঞান দান করেছেন। তাঁর এ কথা শুনে মুসা (আঃ) তাঁকে বলেন :

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا আপনি যা কিছু করবেন আমি তা দেখে ধৈর্যসহকারে সহ্য করব। কোন ব্যাপারেই আমি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবনা। তখন খিয়র (আঃ) তাঁকে বললেন : فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُخْبِرَكَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا আপনি যদি একান্তই আমার সাথে থাকতে চান তাহলে শর্ত এই যে, কোন কিছুর ব্যাপারে আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করবেননা। আমি যা বলব তা'ই শুনবেন এবং যা করব তা নীরবে দেখে যাবেন। নিজের পক্ষ থেকে আপনি কোন প্রশ্নের সূচনা করবেননা।

৭১। অতঃপর তারা যাত্রা শুরু করল। পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে তাতে ছিদ্র করে দিল; মুসা বলল : আপনি কি

٧١. فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ط قَالَ أَخْرَقْتُهَا

আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেয়ার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন? আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।	لَتُغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا
৭২। সে বলল : আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেনা?	٧٢. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
৭৩। মূসা বলল : আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেননা এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেননা।	٧٣. قَالَ لَا تَأْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا

নৌকার ক্ষতি সাধন করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : দু'জনের মধ্যে যখন শর্ত মীমাংসিত হয়ে গেল যে, মূসা নিজ থেকে কোন প্রশ্ন করবেননা যে পর্যন্ত না ওর হিকমাত ও যৌক্তিকতা তাঁর উপর প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তখন উভয়ে যাত্রা শুরু করেন। পূর্বে বিস্তারিত রিওয়াযাতগুলি বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকার মালিকরা খিয়রকে (আঃ) চিনে নিয়ে বিনা ভাড়াইহ তাঁদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিল। নৌকাটি চলতে চলতে যখন সমুদ্রের মধ্যভাগে পৌঁছে তখন খিয়র (আঃ) নৌকাটির একটি তক্তা তুলে ফেলেন এবং উপর থেকেই জোড়া লাগিয়ে দেন। এ দেখে মূসা (আঃ) ধৈর্য ধারণ করতে পারলেননা। শর্তের কথা তিনি ভুলে গেলেন এবং হঠাৎ করে বলে ফেললেন : لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : إِمْرًا শব্দের অর্থ হল খারাপ জিনিস। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : বিস্ময়কর।

খিয়র (আঃ) তখন মুসাকে (আঃ) তাঁর ওয়াদা স্মরণ করিয়ে বলেন : **أَلَمْ أَقُلْ**

আপনি শর্তের উল্টো করেছেন। আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি এসব বিষয় অবগত নন এবং এগুলোর জ্ঞান আপনার নেই। সুতরাং চুপ থাকবেন, কোন প্রশ্ন করবেননা। এ সব কাজের যৌক্তিকতা ও হিকমাত আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেছেন, আর আপনার কাছে এগুলি গুপ্ত রয়েছে। মুসা (আঃ) তখন খিয়রকে (আঃ) বললেন :

আমার এই ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেননা। পূর্বে বিস্তারিত ঘটনার যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে রয়েছে যে, এই প্রথম প্রশ্নটি বাস্তবিকই ভুলবশতঃই ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/২৬২)

৭৪। অতঃপর তারা চলতে লাগল, চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলে সে তাকে হত্যা করল; তখন মুসা বলল : আপনি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই! আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

۷۴. فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَرًا

৭৫। সে বলল : আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেনা?

۷۵. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

৭৬। (মুসা) বলল : এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে

۷۶. قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۖ قَدْ

রাখবেননা; তখন আমার ওয়র
আপত্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌছে
যাবে।

بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا

খিয়র (আঃ) নাবালক ছেলেকে হত্যা করলেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এরপর তাঁরা এক সাথে চলতে চলতে এক গ্রামে কতকগুলি বালককে খেলায় রত অবস্থায় দেখতে পান। তাদের মধ্যে একটি বালক ছিল খুবই সুশ্রী ও বুদ্ধিমান। খিয়র (আঃ) বালকটিকে মেরে ফেলেন। এ দেখে মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন : لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا আপনি এটা কি কাজ করলেন? এক নিষ্পাপ ছোট ছেলেকে কোন শারীয়াত সম্মত কারণ ছাড়াই মেরে ফেললেন! আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!

পঞ্চদশ পারা সমাপ্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, খিয়র (আঃ) দ্বিতীয়বার মূসাকে (আঃ) তাঁর অঙ্গীকার কৃত শর্তের বিপরীত আচরণ করার কারণে তিরস্কার করেন।

سَبْرًا سے বলল : আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেনা? এ কারণেই মূসাও (আঃ) এবার অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলেন :

إِنْ سَأَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا
আচ্ছা ঠিক আছে, এবারও আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর যদি আমি আপনার কোন কাজের প্রতিবাদ করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেননা। সত্যিই আপনি বারবার আমাকে সতর্ক করে আসছেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেই ত্রুটি করেননি। এবার যদি আমি ভুল করি তাহলে এর শাস্তি আমাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তাঁর কারও কথা স্মরণ হত এবং তিনি তার জন্য দু'আ করতেন, তখন প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন। একদা তিনি বলেন : আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করুন এবং মূসার (আঃ) উপরও দয়া করুন! যদি তিনি স্বীয় সঙ্গীর সাথে (খিয়রের (আঃ)) আরও অনেকক্ষণ অবস্থান করতেন এবং

ধৈর্য ধারণ করতেন তাহলে আরও বহু বিস্ময়কর বিষয় আমরা অবগত হতাম। কিন্তু তিনিতো বলে ফেলেন : এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেননা; তখন আমার ওয়র আপত্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবে। (তাবারী ১৮/৭৭)

৭৭। অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছল এবং তাদের নিকট খাদ্য চাইল। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল; অতঃপর সেখানে তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে ওটাকে সুদৃঢ় করে দিল; (মূসা) বলল : আপনিতো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।

۷۷. فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

৭৮। সে বলল : এখানেই তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল; যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

۷۸. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

দেয়াল পূর্ননির্মাণ করার বর্ণনা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : দু'বারের দু'টি ঘটনার পর আবার তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছেন। ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) ইমাম ইবন সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, ঐ গ্রামটির নাম ছিল 'আইলাহ।' (তাবারী ১৮/৭৮) বর্ণিত আছে, তথাকার লোকেরা ছিল খুবই

কৃপণ। (আহমাদ ৫/১১৯) তাঁরা দু'জন (ক্ষুধার্ত ব্যক্তি) তাদের কাছে খেতে চাইলে তারা পরিস্কারভাবে অস্বীকার করে। তাঁরা সেখানে দেখতে পান যে, একটি দেয়াল পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। ওটা স্বস্থান ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে। দেয়ালটিকে ঐ অবস্থায় দেখা মাত্রই খিযর (আঃ) ওটা সুদৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে দেন এবং ওটা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যায়।

পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, খিযর (আঃ) পতনোন্মুখ দেয়ালটিকে স্বহস্তে ঠিক করে দেন, ফলে তা সুদৃঢ় হয়ে যায়। ঐ সময় মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) তাঁকে বলেন : সুবহানাল্লাহ! এ থামের লোকেরা আমাদেরকে খাওয়া দাওয়ার কথা জিজ্ঞেসতো করলইনা, এমন কি আমরা তাদের কাছে খাবার চাওয়ার পরেও তারা আমাদেরকে খেতে দিতে অস্বীকার করল। অথচ আপনি বিনা পারিশ্রমিকেই তাদের দেয়াল ঠিক করে দিলেন। لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا আপনি ইচ্ছা করলে পারিশ্রমিক চাইতে পারতেন? এটাতো আপনার ন্যায্য পাওনা? তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে খিযর (আঃ) তাঁকে বললেন : وَبَيْنَكَ দেখুন! এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেল। কেননা শিশুটিকে হত্যা করার সময় আপনি আমার ঐ কাজের প্রতিবাদ করলে আমি আপনাকে ভৎসনা করেছিলাম। ঐ সময় আপনি নিজেই বলেছিলেন : এরপর যদি আমি আপনার কোন কাজের প্রতিবাদ করি তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেননা, বরং আমাকে পৃথক করে দিবেন। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

৭৯। নৌকাটির ব্যাপারে (কথা এই যে), ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে প্রত্যেক (নিখুত) নৌকা ছিনিয়ে নিত।

٧٩. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ
لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
فَارَدْتُ أَنْ أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

<p>৮০। আর কিশোরটি, তার মাতাপিতা ছিল মু'মিন; আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদের বিব্রত করবে।</p>	<p>۸۰. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا</p>
<p>৮১। অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের রাব্ব যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।</p>	<p>۸۱. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا</p>

নৌকার ক্ষতি সাধন করার কারণ

এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যাপারে খিযর (আঃ) মূসাকে (আঃ) বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছেন, যে জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন তার মাধ্যমে যে কাজগুলি তিনি করেছিলেন। মূসার (আঃ) কাছে তা কখনও অযৌক্তিক এবং কখনও কঠোর মনে হয়েছিল। খিযর (আঃ) বলেন : আমি নৌকাটির ক্ষতি করেছিলাম এ কারণে যে, যে এলাকা দিয়ে নৌকাটি চলছিল ওখানের বাদশাহ ছিল অত্যাচারী। তার লোকেরা অক্ষত নৌকাটি দেখতে পেলে ওটি বাজেয়াপ্ত করে রেখে দিত। আমি নৌকাটির ক্ষতি করার মাধ্যমে বাদশাহর তরফ থেকে ওটি হস্তগত হওয়া বন্ধ করেছি। ফলে নৌকার গরীব মালিকেরা আয়ের পথ বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। এও বর্ণিত আছে যে, ঐ নৌকাটির মালিকেরা ছিল ইয়াতীম।

নাবালক ছেলেকে হত্যা করার কারণ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে বালকটিকে খিযর (আঃ) হত্যা করেছিলেন তার জন্ম থেকেই তার তাকদীরে কাফির হিসাবে লিখিত ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্ন জারীরও (রহঃ) এরূপ উল্লেখ করেছেন। (মুসলিম ২৩৮০, তাবারী ১৮/৮৫) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا তার মাতাপিতা ছিল মু'মিন - আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদের বিব্রত করবে। খিযর (আঃ) বলেন যে, খুব সম্ভব ঐ ছেলের প্রতি ভালবাসা তার পিতা-মাতাকেও কুফরীর দিকে টেনে নিয়ে যেত। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তার জন্মের কারণে তার পিতা-মাতা খুবই আনন্দিত হয়েছিল এবং তার মৃত্যু হওয়া দেখে তারা খুবই দুঃখিত হয়, অথচ তার জীবন তাদের জন্য ধ্বংসাত্মক ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মীমাংসার উপরই মানুষের সম্ভ্রষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের রাব্ব আমাদের পরিণাম সম্যক রূপে অবগত। আর আমরা তাঁর থেকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। মু'মিন তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তারচেয়ে ওটাই বেশি উত্তম যা আল্লাহ তার জন্য পছন্দ করেন। (তাবারী ১৮/৮৬) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে ফাইসালা করেন তা সরাসরি উত্তমই হয়ে থাকে। (আহমাদ ৩/১১৭) কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন :

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৬) খিযর (আঃ) বলেন : فَارَدْنَا أَن আমি চেয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাদেরকে এই ছেলের বিনিময়ে এমন ছেলে দান করবেন যে হবে আল্লাহভীরু, পিতা-মাতার নিকট হবে অত্যন্ত প্রিয়। অথবা সেই ছেলে তার পিতা মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।

৮২। আর ঐ প্রাচীরটি - ওটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং তোমার রাব্ব দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং

۸۲. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا

তারা তোমার রবের দেয়া
তাদের ধনভান্ডার উদ্ধার
করুক; আমি নিজ হতে কিছু
করিনি; তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য
ধারণে অপারগ হয়েছিলে
এটাই তার ব্যাখ্যা।

أَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا
رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ
عَن أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ
تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

পারিশ্রমিক ছাড়াই দেয়াল পূর্ণনির্মাণ করে দেয়ার কারণ

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, বড় শহরের উপরও গ্রামের প্রয়োগ হয়ে থাকে। কেননা পূর্বে মহান আল্লাহ الخ (১৮ : ৭৭) বলেছেন। অর্থাৎ যখন তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছল। আর এখানে الْمَدِينَةَ বা শহর বলেছেন। অনুরূপভাবে মাক্কা মুকাররামাকেই গ্রাম বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَايْنِ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ

তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৩) অন্যত্র মাক্কা ও তায়েফ উভয় শহরকেই গ্রাম বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

এবং তারা বলে : এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩১)

এই আয়াতে (১৮ : ৮২) আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন : ঐ দেয়ালটিকে ঠিক করে দেয়ার মধ্যে যৌক্তিকতা এই ছিল যে, ওটা ছিল ঐ শহরের দু'টি পিতৃহীন বালকের অধিকারভুক্ত। ওর নীচে তাদের সম্পদ প্রোথিত ছিল। সঠিক তাফসীরতো এটাই। তবে এটাও বর্ণিত আছে যে, ওটা ছিল জ্ঞান ভান্ডার।

এই আয়াত দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হয় যে, মানুষের সাওয়াবের কারণে তার সন্তান সন্ততিরাও দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর করুণা লাভ করে থাকে। ইহা তাদের

সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করার কারণে হয়ে থাকবে। এর ফলে তাদেরকে জান্নাতের সর্বোত্তর স্তরে পৌঁছে দেয়া হবে, যাতে তারা সবাই মিলে আনন্দে থাকতে পারে। পবিত্র কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীস থেকে এর প্রমাণ মিলে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : তাদেরকে জান্নাতের উঁচু স্তরে স্থান দেয়া হবে তাদের পিতা-মাতার উত্তম আমলের কারণে, যদিও উল্লেখ করা হয়নি যে, তারাও উত্তম আমলকারী ছিল। (তাবারী ১৮/৯০) এ আয়াতে রয়েছে :

فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَرْهُمَا তোমার রাব্ব ইচ্ছা করলেন। এখানে ইচ্ছার সম্পর্ক আল্লাহ তা‘আলার সাথে স্থাপন করার কারণ এই যে, যৌবনে পৌঁছাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেহই সক্ষম নয়। দেখা যায় যে, শিশুর ব্যাপারে ও নৌকার ব্যাপারে ইচ্ছার সম্পর্ক আল্লাহ তা‘আলা নিজের দিকে লাগিয়েছেন। যেমন বলেছেন : فَارَدْنَا (আমি ইচ্ছা করলাম) এবং فَارَدْتُ (আমি ইচ্ছা করলাম)। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

খিয়র (আঃ) কি নাবী ছিলেন?

অতঃপর খিয়র (আঃ) মুসাকে (আঃ) বললেন : যে তিনটি ঘটনাকে আপনি বিপজ্জনক মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আল্লাহর রাহমাত। নৌকার মালিকরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে। কিন্তু তা ঋণটিয়ুক্ত করার ফলে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়েছে। শিশুটি হত্যার ফলে তার পিতা-মাতা সাময়িকভাবে দুঃখ পেলেও চিরদিনের দুঃখ ও আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এরপরে তারা সুসন্তান লাভ করেছে। আর দেয়াল ঠিক করে দেয়ার ফলে ঐ সৎকর্মশীল লোকটির সন্তানদ্বয়ের গুণ্ডধন রক্ষিত হয়েছে। এই কাজগুলি আমি আমার খেয়াল খুশীমত করিনি, বরং আল্লাহ তা‘আলার আদেশ পালন করেছি মাত্র। এর দ্বারা কেহ কেহ খিয়রের (আঃ) নাবুওয়াতের উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। ইতোপূর্বে (১৮ : ৬৫) আয়াতের ব্যাখ্যায় এর উপর পূর্ণভাবে আলোচনা সমালোচনা হয়ে গেছে। কারও কারও মতে তিনি রাসূল ছিলেন।

তাকে খিয়র বলার কারণ

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তাকে ‘খিয়র’ বলার কারণ এই যে, তিনি সাদা বর্ণের শুক্ল ঘাসের

উপর বসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওর নীচ থেকে সবুজ বর্ণের ঘাস উদগত হয়েছিল। (আহমাদ ২/৩১২) হাম্মান (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিনি শুক্ক ঘাসের উপর বসেছিলেন, অতঃপর তা সবুজ বর্ণ ধারণ করেছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৯) বিষয়টি তখন পর্যন্ত অস্পষ্ট ও কঠিন মনে হয়। তিনি আরও পরিস্কারভাবে জানানোর জন্য বললেন :

سَأْنَبُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৭৮) ক্রিয়া বাচক শব্দ ব্যবহারের তীক্ষ্ণতা প্রমাণ করে যে, তার মনে কতখানি সন্দেহ ও দ্বিধা কাজ করছিল। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ

এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারলনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৯৭) খিয়র (আঃ) মুসাকে (আঃ) প্রকৃত রহস্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন এবং তাঁর কাছে নিজের কাজের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বলেন :

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে এটাই তার ব্যাখ্যা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৮২)

পূর্বে মুসার (আঃ) আগ্রহ ও কাঠিন্য বেশি ছিল বলে মহান আল্লাহ **لَمْ تَسْتَطِعْ** শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপর খিয়র (আঃ) যখন রহস্য খুলে দিলেন তখন আর কাঠিন্য থাকলনা, কাজেই **لَمْ تَسْتَطِعْ** শব্দ নিয়ে এলেন। এর সিফাত বা বিশ্লেষণ নিম্নের আয়াতে রয়েছে :

فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا

এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারলনা বা ভেদ করতে পারলনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৯৭) ভেদ করার তুলনায় অতিক্রম করা সহজ বলে **ثَقِيل** বা ভারীর মুকাবিলা ভারীর দ্বারা করা হয়েছে এবং **خَفِيف** বা হালকার

মুকাবিলা করা হয়েছে হালকা দ্বারা। এভাবে শাদিক ও মৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

মূসার (আঃ) সঙ্গীর আলোচনা ঘটনার শুরুতে ছিল। কিন্তু পরে আর তাঁর আলোচনা করা হয়নি। কেননা মূসা (আঃ) ও খিয়রের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মূসার (আঃ) ঐ সাথী ছিলেন ইউশা ইবন নূন (আঃ)। তাঁকেই মূসার (আঃ) পরে বানী ইসরাঈলের ওয়ালী বানানো হয়েছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

<p>৮৩। তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বলে দাও : আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব।</p>	<p>৮৩. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْيَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا</p>
<p>৮৪। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পস্থা নির্দেশ করেছিলাম।</p>	<p>৮৪. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا</p>

যুলকারনাইনের ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْيَيْنِ হে মুহাম্মাদ! তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মাক্কার কাফিরেরা আহলে কিতাবকে বলেছিল : আমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করব এবং তিনি তার উত্তর দিতে পারবেননা। তখন তারা তাদেরকে বলেছিল : প্রথম প্রশ্ন তোমরা তাঁকে ঐ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যিনি সারা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছিলেন। তোমরা তাঁকে দ্বিতীয় প্রশ্ন ঐ যুবকদের সম্পর্কে করবে যারা সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। আর তৃতীয় প্রশ্ন করবে রূহ সম্পর্কে। তাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তরে এই সূরা কাহফ অবতীর্ণ হয়।

যুলকারনাইন ছিলেন একজন অতি শক্তিশালী যোদ্ধা

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : **إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ** আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম। সাথে সাথে আমি তাকে সামরিক শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রও দান করেছিলাম। পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আরাব, অনারাব সবাই তাঁর কর্তৃত্বধীন ছিল। আমি তাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পস্থা নির্দেশ করেছিলাম। তিনি সমস্ত ভাষা জানতেন। যে কাওমের সাথে তাঁর যুদ্ধ হত তিনি তাদের ভাষায়ই কথা বলতেন। কেহ কেহ বলেন যে, তার নাম ছিল যুলকারনাইন। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, তিনি সূর্যের দুই দিগন্তে অর্থাৎ পূর্বে ও পশ্চিমে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পস্থা নির্দেশ করেছিলাম) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন : এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। কাতাদাহ (রহঃ) এর আরও অর্থ করেছেন : পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের গুণাগুণ। বিলকীস সম্পর্কেও কুরআনুল কারীমে এই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে। (সূরা নামল, ২৭ : ২৩) এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, বাদশাহদের কাছে সাধারণতঃ যা কিছু থাকে ওর সবই তার (বিলকিসের) নিকট বিদ্যমান ছিল। অনুরূপভাবে যুলকারনাইনকে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পস্থা নির্দেশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন ব্যাপকভাবে বিজয় লাভ করতে পারেন এবং যমীনকে যেন মুশরিক ও কাফিরদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করতে পারেন। আর যেন আল্লাহর তাওহীদ বা একাত্মবাদের সাথে একাত্মবাদীদের রাজত্ব ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব কাজে যে সব আসবাব ও সরঞ্জামের প্রয়োজন ঐ সব কিছুই মহামহিমাম্বিত আল্লাহ যুলকারনাইনকে প্রদান করেছিলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

<p>৮৬। চলতে চলতে যখন সে সূর্যের অন্তগমন স্থানে পৌঁছল তখন সে সূর্যকে এক পথকিল পানিতে অস্ত যেতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল; আমি বললাম : হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।</p>	<p>۸۶. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَبْنَؤُا الْفَرَقَيْنِ ۖ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا</p>
<p>৮৭। সে বলল : যে কেহ সীমা লংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।</p>	<p>۸۷. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ۖ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ ۖ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا</p>
<p>৮৮। তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দিব।</p>	<p>۸۸. وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا</p>

যুলকারনাইনের সূর্যাস্তের প্রান্তসীমায় (পশ্চিমে) পৌঁছা

যুলকারনাইন একটি পথ ধরে চলতে শুরু করলেন। যমীনের একটি দিক অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করলেন। যমীনের উপর যে সব নিদর্শন ছিল ওগুলিকে অবলম্বন করে তিনি চলতে লাগলেন। পশ্চিম দিকে যতদূর পারলেন চলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সূর্যের অন্তগমন স্থানে পৌঁছে গেলেন। এটা

স্মরণ রাখার বিষয় যে, এর দ্বারা আকাশের ঐ অংশকে বুঝানো হয়নি যেখানে সূর্য অস্তমিত হয়। কেননা সেখান পর্যন্ত পৌঁছা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। বরং তিনি ওর ঐ পার্শ্ব পর্যন্ত পৌঁছেন যে পর্যন্ত পৌঁছা মানুষের পক্ষে সম্ভব। কতগুলি কাহিনী প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি সূর্য অস্তগমনের স্থান অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং সূর্য তাঁর পিছনে অস্তমিত হত। এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা। অনুমিত হয় যে, এটা আহলে কিতাবের অশ্লীল কথন। তাদের এটা মনগড়া কথা। যাহোক, যখন তিনি পশ্চিম দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেন তখন এরূপ মনে হল, যেন সূর্য সাগরে অস্ত যাচ্ছে। কেহ যদি সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখে তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার এরূপই মনে হবে যে, ওটা যেন পানির মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে। অথচ সূর্য তার আপন বলয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ওর কক্ষপথ থেকে কখনও পৃথক হয়না।

حَمَاءُ শব্দ حَمَاءُ হতে বের হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মস্ন কাদা মাটি। কুরআনুল হাকীমের নিম্ন আয়াতের তাফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে :

إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

নিশ্চয়ই আমি ছাঁচে ঢালা গুঁড় ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরা হিজর, ১৫ : ২৮) মহান আল্লাহ বলেন :

وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا যুলকারনাইন সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পান যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, আদম সন্তানদের মধ্যে তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপরও তাকে বিজয় দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمَّا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا আমি বললাম : হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার। এখন এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করবেন। তিনি আদল ও ঈমানের উপরই থাকলেন এবং তাদেরকে বললেন :

أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا যারা এখনও কুফরী ও শিরকের উপরই রয়ে যাবে তাদেরকে আমি শাস্তি দিব হত্যা ও ধ্বংস দ্বারা। অতঃপর যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে

তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এর দ্বারা কিয়ামাতের দিনও প্রমাণিত হয়। **وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ** পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে, সৎকার্যাবলী সম্পাদন করবে, তাদের জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি আমি নম্র ব্যবহারে কথা বলব।

৮৯। আবার সে এক পথ ধরল।	১৭. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
৯০। চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয় স্থলে পৌছল তখন সে দেখল - ওটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদ্ভিত হচ্ছে যাদের জন্য সূর্য তাপ হতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি।	৯০. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ جَعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا
৯১। প্রকৃত ঘটনা এটাই যে, তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।	৯১. كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

যুলকারনাইনের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যাত্রা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যুলকারনাইন পশ্চিম দিক থেকে ফিরে এসে পূর্ব দিকে চলতে শুরু করেন। পথে যে সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ হত তাদেরকে তিনি আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর একাত্মবাদের দাওয়াত দিতেন। তারা স্বীকার করলেতো ভালই, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। আল্লাহর ফায়লে তাদের উপর বিজয় লাভ করে তিনি তাদেরকে নিজের অধীনস্থ করে তথাকার ধন-সম্পদ, গৃহ পালিত পশু, খাদেম প্রভৃতি নিয়ে সামনে অগ্রসর হতেন। সূর্য উদ্ভিত হওয়ার স্থানে যখন তিনি পৌছেন তখন সেখানে দেখতে পান যে, একটি জনবসতি রয়েছে। কিন্তু সেখানের লোকেরা প্রায় চতুষ্পদ জন্তুর মত ছিল। না তারা ঘরবাড়ী

তৈরী করে, না সেখানে কোন গাছপালা রয়েছে, না রোদের তাপের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কিছু সেখানে বিদ্যমান রয়েছে।

কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, সেখানে কিছুই উৎপন্ন হতনা। সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা সুরঙ্গে চলে যেত, সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর তারা তাদের জীবিকার অন্বেষণে দূরবর্তী ক্ষেত খামারে ছড়িয়ে পড়ত। (তাবারী ১৮/১০০) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا প্রকৃত ঘটনা এটাই যার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। অর্থাৎ যুলকারনাইন ও তাঁর সঙ্গীদের কোন কাজ, কোন কথা এবং কোন চাল-চলন আল্লাহ তা'আলার অজানা ছিলনা। যদিও তাঁর সৈন্য সংখ্যা অনেক ছিল এবং যমীনের প্রতিটি অংশে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তবুও কোন কিছুই মহান আল্লাহর অগোচরে ছিলনা।

لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের কোন বিষয়ই লুকায়িত নেই। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৫)

৯২। আবার সে এক পথ ধরল।	৯২. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبِيلًا
৯৩। চলতে চলতে সে যখন পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা মোটেই বুঝতে পারছিলনা।	৯৩. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا
৯৪। তারা বলল : হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে রাজস্ব দিব এই শর্তে যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক	৯৪. قَالُوا يَبْنَؤُا يَنْذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ

<p>প্রাচীর গড়ে দিবে?</p>	<p>فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا</p>
<p>৯৫। সে বলল : আমার রাব্ব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা'ই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মযবূত প্রাচীর গড়ে দিব।</p>	<p>৯৫. قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا</p>
<p>৯৬। তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ নিয়ে এসো; অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্কেপ দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বলল : তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন ওটা আগুনের মত উত্তপ্ত হল তখন সে বলল : তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি ওটা ঢেলে দিই ওর উপর।</p>	<p>৯৬. ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا</p>

যুলকারনাইনের ইয়াজুজ-মা'জুজদের এলাকায় প্রবেশ এবং তাদের জন্য বাধার প্রাচীর নির্মাণ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে, যুলকারনাইন পূর্ব দিকে সফর শেষ করে একপথ ধরে চলতে থাকেন। চলতে চলতে দেখতে পান যে, দু'টি পাহাড় পরস্পর মিলিতভাবে রয়েছে, কিন্তু ঐ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে একটি উপত্যকা রয়েছে যেখান

দিয়ে ইয়াজুজ ও মা'জুজ বের হয়ে তুর্কীদের উপর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে থাকে। তারা তাদেরকে হত্যা করে, তাদের বাগান ও ক্ষেত খামার নষ্ট করে, শিশুদেরকেও মেরে ফেলে এবং সবদিক দিয়েই তাদের সর্বনাশ সাধন করে। ইয়াজুজ-মা'জুজও মানুষ, যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আদমকে (আঃ) বললেন : হে আদম! তিনি তখন বলবেন : লাঝাইকা ইয়া সাদাইকা (এইতো আমি হাযির আছি) আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আগুনের অংশ পৃথক কর। তিনি বলবেন : কতটা অংশ পৃথক করব? জবাবে মহান আল্লাহ বলবেন : প্রতি হাজার হতে নয়শ' নিরানব্বই জনকে পৃথক কর (অর্থাৎ হাজারের মধ্যে নয়শ' নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং একজন জান্নাতী)। এটা ঐ সময় হবে যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে দু'টি দল এমন রয়েছে যে, তারা যার মধ্যে থাকবে তাদেরকে বেশী করে দিবে। অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মা'জুজ। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৫, মুসলিম ১/২০১)

যুলকারনাইন যখন পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছেন তখন তিনি সেখানে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন যারা দুনিয়ার অন্যান্য লোকদের হতে বহু দূরে অবস্থান করার কারণে এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট ভাষা হওয়ার কারণে অন্যদের ভাষা প্রায়ই বুঝতে পারতনা।

ঐ লোকগুলি যুলকারনাইনের শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তার নিকট আবেদন জানিয়ে বলে : **إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ** যদি আপনি সম্মত হন তাহলে আমরা কর হিসাবে আপনার জন্য বহু ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র জমা করব এবং এর বিনিময়ে আপনি ঐ পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে কোন সুদূর প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিবেন, যাতে আমরা ঐ বিবাদ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিদিনের অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি। তাদের এ কথার জবাবে যুলকারনাইন বললেন :

يُرِّيْهِ رَبِّي خَيْرٌ তোমাদের ধন-সম্পদের আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আমার রাব্ব আমাকে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছেন তা তোমাদের ধন দৌলত অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম ও উৎকৃষ্ট। যেমন সুলাইমান (আঃ) সাবা দেশের রাণীর দূতদেরকে বলেছিলেন :

أَتُمِدُّوْنَ بِمَالٍ فَمَا آتَيْنَاْ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتٰنَكُمْ

তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা হতে উৎকৃষ্ট। (সূরা নামল, ২৭ : ৩৬) অতঃপর যুলকারনাইন ঐ লোকদেরকে বলেন : তোমরা আমাকে তোমাদের দৈহিক শক্তি ও শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। তাহলে আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে দিচ্ছি। زُبْرُ শব্দটি زُبْرَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল খন্ড। زُبْر (যুবর) হল 'যুবরাহ' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর টুকরা বা খন্ডসমূহ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এরূপ অভিमत ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/১১৪) এই খন্ডসমূহ দেখতে ইটের অথবা এই আকারের ব্লকের সম পরিমান। আরও বলা হয়েছে যে, ওর প্রতিটির ওজন হল এক 'দামাসকাস কিনতার' (এক কিনতার সমান ২৫৬.৪০ কেজি) অথবা ওর চেয়ে কিছু বেশি। অতঃপর বলা হয়েছে :

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তম্ভ দুই পর্বতের সমান হল। এরপর তিনি ঐ ব্লকগুলি দ্বারা পাহাড়ের ফাকা জায়গাগুলি পূরণ করে দেন। অর্থাৎ দুই পাহাড়ের মাঝখানের যে অংশ খালি ছিল তাতে একটির পর একটি ব্লক বসিয়ে পাহাড় দু'টি যতখানি উঁচু ছিল, ব্লকের দেয়ালও ততখানি উঁচু করে মিলিয়ে দেন। ফলে উভয় পাহাড়ের সমান দেয়ালও উঁচু হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন : قَالَ انْفُخُوا তোমরা আগুনের তাপ বাড়িয়ে দাও أَتُونِي أَفْرَغْ عَلَيْهِ قَطْرًا এবং ওতে তামা (قَطْرًا) ঢেলে দাও। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) قَطْرًا শব্দের অর্থ করেছেন তামা। কেহ কেহ বলেন যে, উহা ছিল গলিত। (তাবারী ১৮/১১৬-১১৭, দুররুল মানসুর ৫/৪৬০) যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

আমি তার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবন প্রবাহিত করেছিলাম। (সূরা সাবা, ৩৪ : ১২)

সুতরাং ঠান্ডা হওয়ার পর প্রাচীরটি অত্যন্ত ময়বুত হয়ে গেল। প্রাচীরটি দেখে মনে হল যেন তা রেখাযুক্ত চাদর।

<p>৯৭। এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারলনা বা ভেদ করতে পারলনা।</p>	<p>۹۷. فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا</p>
<p>৯৮। যুলকারনাইন বলল : এটা আমার রবের অনুগ্রহ; যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।</p>	<p>۹۸. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا</p>
<p>৯৯। সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব একের পর এক তরঙ্গের আকারে এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে; অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব।</p>	<p>۹۹. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فُجِّمَعْنَهُمْ جَمْعًا</p>

কিয়ামাতের শুরুতে ইয়াজুজ-মা'জুজের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন : ইয়াজুজ ও মা'জুজের ক্ষমতা নেই যে, তারা ঐ প্রাচীরের উপর উঠে তা অতিক্রম করতে পারে এবং এই শক্তিও নেই যে, তাতে ছিদ্র করে ওর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। ভেঙ্গে দেয়ার তুলনায় উপরে চড়া সহজ বলে **مَا اسْتَطَاعُوا** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে **مَا اسْتَطَاعُوا** শব্দ আনা হয়েছে। মোট কথা, তারা ঐ প্রাচীরের উপর উঠতেও পারেনা এবং ওতে ছিদ্র করতেও সক্ষম নয়।

যাইনাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) (নাবীর স্ত্রী) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম হতে জাগেন। তাঁর মুখমন্ডল রক্তিম

বর্ণ ধারণ করেছিল এবং তিনি বলছিলেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আরাবের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মা'জুজের প্রাচীর এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি স্বীয় শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত করে তা দেখিয়ে দিলেন। উম্মুল মু'মিনীন যাইনাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের মাঝে ভাল লোকগুলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি ধ্বংস করে দেয়া হবে? উত্তরে তিনি বলেন : হ্যাঁ, যখন খারাপ ও কলুষিত লোকদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে। (আহমাদ ৬/৪২৮, ফাতহুল বারী ৬/৪৪০, মুসলিম ৪/২২০৮) ঐ প্রাচীরের নির্মাণ কাজ শেষ করে যুলকারনাইন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন :

এটা আমার

রবের অনুগ্রহ যে, তিনি দুষ্টদের দুষ্টামী হতে সৃষ্টজীবকে নিরাপত্তা দান করলেন। তবে যখন তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবেন। তখন এর দৃঢ়তা কোনই কাজে আসবেনা। উষ্ট্রীর কুঁজ যখন ওর পিঠের সাথে সমানভাবে মিলে থাকে, উঁচু হয়ে থাকেনা, তখন আরাববাসী ওকে **ناقة دكاء** বলে থাকে। অন্য আয়াতে রয়েছে যে, যখন মূসার (আঃ) সামনে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের উপর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করেন তখন ঐ পাহাড় যমীনের সমান হয়ে যায়।

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا

অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৪৩) সেখানেও **جعله دكا** শব্দ রয়েছে। সুতরাং কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে ঐ প্রাচীরটিও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং ইয়াজুজ ও মা'জুজের বের হওয়ার পথ বেরিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অটল ও সত্য। কিয়ামাতের আগমনও সত্য। ঐ প্রাচীর ভাঙ্গা মাত্রই ইয়াজুজ মা'জুজ বেরিয়ে পড়বে এবং জনগণের মধ্যে দুকে পড়বে, আপন পরের কোন পার্থক্য থাকবেনা। এই ঘটনা দাজ্জালের আগমনের পর কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ঘটবে। এর পূর্ণ বর্ণনা নিম্নের আয়াতের তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَوَدَّلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মা'জুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে : হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, বরং আমরা ছিলাম সীমা লংঘনকারী। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৯৬-৯৭) মহান আল্লাহ বলেন :

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। হাদীসে আছে যে, ওটা একটা যুগ যাতে শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফুৎকারদাতা হবেন ইসরাফীল (আঃ), যেমন এটা প্রমাণিত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কি করে আমি শান্তি তে ও আরামে বসে থাকতে পারি অথচ শিংগার অধিকারী মালাক/ফেরেশতা শিংগা মুখে লাগিয়ে, কপাল ঝুঁকিয়ে এবং কান খাড়া করে বসে রয়েছেন যে, কখন আল্লাহর নির্দেশ হবে এবং তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন : তখন আমরা কি বলব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বল :

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কার্যনির্বাহক! আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি।’ (তিরমিযী ৭/১১৭) মহান আল্লাহ বলেন :

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করব। অর্থাৎ তিনি সকলকেই হিসাবের জন্য জমা করবেন। সবারই হাশর তাঁর সামনে হবে। যেমন সূরা ওয়াকি‘আহয় রয়েছে :

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

বল : অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ : ৪৯-৫০) অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৭)

<p>১০০। আর সেইদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট -</p>	<p>১০০. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا</p>
<p>১০১। যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ, আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।</p>	<p>১০১. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا</p>
<p>১০২। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে? আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।</p>	<p>১০২. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ ثَرَلًا</p>

কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে

প্রথমে জাহান্নাম প্রদর্শন করা হবে

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে কি করবেন এখানে তিনি তারই খবর দিচ্ছেন যে, তারা জাহান্নামে যাওয়ার পূর্বেই জাহান্নাম এবং ওর

শান্তি অবলোকন করবে। তাদেরকে ঐ জাহান্নামের মধ্যে প্রবিষ্ট করা হবেই এই বিশ্বাস রেখে ওর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বেই তারা চরমভাবে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।

ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন জাহান্নামকে হেঁচড়ে টেনে আনা হবে। ওর সত্তর হাজার লাগাম হবে, প্রতিটি লাগামের জন্য সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা থাকবে। (মুসলিম ৪/২১৮৪)

ঐ কাফিরেরা পার্থিব জীবনে নিজেদের চোখ ও কানকে বেকার করে রেখেছে। না তারা সত্যকে দেখেছে ও শুনেছে, আর না আমল করেছে। **الَّذِينَ** **كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا** যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ, আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ثَقِيَصَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩৬) তারা মনে করে নিয়েছে যে, তাদের বাতিল মা'বুদরাই তাদের উপকার করবে। আর তাদের সমস্ত বিপদ-আপদ দূর করে দিবে।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে?

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا

কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮২) আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنَّا أَعْتَدْنَا** **لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا** ঐ কাফিরদের বাসস্থানতো জাহান্নাম। ঐ জাহান্নাম এখনও প্রস্তুত রয়েছে।

কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাপারে?	بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا
১০৪। ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎ কাজ করছে।	۱۰۴. الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
১০৫। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের রবের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য কোন ওয়নের ব্যবস্থা রাখবনা।	۱۰۵. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُطِئَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ هُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا
১০৬। জাহান্নাম - এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রোহের বিষয় স্বরূপ।	۱۰۶. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا

আমলের ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

মুসআ'ব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার পিতা, অর্থাৎ সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এর দ্বারা কি হারুরিয়্যা বা খারিজীদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন : না, বরং এর দ্বারা ইয়াহুদী

ও খৃষ্টানরা উদ্দেশ্য। ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর খৃষ্টানরা জান্নাতকে অস্বীকার করে বলেছে যে, সেখানে খাদ্য ও পানীয় কিছুই নেই। তবে হ্যাঁ, খারিজীরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ়তার পর ভঙ্গ করেছে। (ফাতহুল বারী ৮/২৭৮) সা’দ (রাঃ) খারিজীদেরকে ফাসিক বলতেন। আলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে, এর দ্বারা খারিজীরাই উদ্দেশ্য। ভাবার্থ এই যে, এই আয়াত দ্বারা যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা উদ্দেশ্য, অনুরূপভাবে খারিজীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতটি সাধারণ। যে কেহই আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত ও আনুগত্য ঐ পদ্ধতিতে করবে যে পদ্ধতি আল্লাহ তা‘আলার নিকট পছন্দনীয় নয়, তারা সবাই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তারা নিজেদের এ আমলে খুশি হয় এবং মনে করে যে, তারা আখিরাতের অনেক পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়েছে এবং তাদের সৎ আমল আল্লাহ তা‘আলার নিকট পছন্দনীয় এবং তাদের সৎ আমলের বিনিময় তারা অবশ্যই লাভ করবে। কিন্তু তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাদের আমল আল্লাহ তা‘আলার নিকট গ্রহণীয় নয়, বরং বর্জনীয়। তারা ভুল ধারণাকারী লোক।

এটি মাঝায় অবতারণিত আয়াত। আর প্রকাশ্য কথা এই যে, মাঝায় অবতারণিত আয়াতগুলি দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি এবং তখন পর্যন্ত খারিজীদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। সুতরাং এই বিজ্ঞজনদের উদ্দেশ্য এটাই বুঝানো যে, আয়াতে সাধারণ শব্দগুলি এদের সবাইকে এবং এদের মত অন্য যারা রয়েছে তাদের সবাইকে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন সূরা গাশিয়ায় রয়েছে :

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ. تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً

সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে; কর্মক্লাস্ত পরিশ্রান্তভাবে; তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ২-৪) অন্যত্র রয়েছে :

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৩) অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ تَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا

جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়। (সূরা নূর, ২৪ : ৩৯)

এরা ঐ সব লোক যারা নিজেদের পন্থায় ইবাদাত ও আমল করে এবং মনে করে যে, তারা অনেক সাওয়াবের কাজ করল এবং ওগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয় ও পছন্দনীয়। কিন্তু তাদের ঐ আমলগুলো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পন্থায় ছিলনা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবেকও ছিলনা বলে সেগুলো গ্রহণীয় হওয়ার পরিবর্তে বর্জনীয় হয়ে গেল। প্রিয় হওয়ার পরিবর্তে অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় হয়ে গেল।

وَلَقَاهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءَهُمْ أَيَّاتُ سَمُوحَةٍ مِثْطَا بِرْتِپِنُّ করত। আল্লাহর একাত্মবাদ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সমস্ত প্রমাণ তাদের সামনে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা ওগুলি চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়ার পরেও অমান্য করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا (সুতরাং কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য কোন ওয়নের ব্যবস্থা রাখবনা)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন এক দল মোটা-তাজা ও ভারী ওয়নের লোক নিয়ে আসা হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তার ওয়ন একটি মশার পাখার সমানও হবেনা। তারপর তিনি বলেন : তোমরা ইচ্ছা করলে فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا এ আয়াতটি পাঠ করে নাও। (ফাতহুল বারী ৮/২৭৯, মুসলিম ৪/২১৪৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا জাহান্নামই হবে তাদের প্রতিদান। এটা হচ্ছে তাদের কুফরী, সত্যকে প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর রাসূলদেরকে বিদ্রোপের পাত্র হিসাবে গ্রহণ করারই প্রতিফল।

১০৭। যারা ঈমান আনে ও সং
কাজ করে তাদের আপ্যায়নের
জন্য আছে জান্নাতুল

۱۰۷. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

ফিরদাউসের উদ্যান ।	الصَّلِحَتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
১০৮। সেখানে তারা স্থায়ী হবে; তা হতে স্থানান্তর কামনা করবেনা।	১০৮. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

বিশ্বাসী মু'মিনদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। তারা হচ্ছে ওরাই যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে, তাঁর রাসূলদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে এবং তাদের কথা ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান। আবু উমামা (রহঃ) বলেন, ফিরদাউস হল জান্নাতের নাভী স্বরূপ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ফিরদাউস হল সর্বোচ্চ জান্নাত যা অন্যান্য জান্নাতের মাঝখানে অবস্থিত। (তাবারী ১৮/১৩০) সামুরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জান্নাতুল ফিরদাউস হল জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর, জান্নাতের মধ্যমনি এবং সর্বোৎকৃষ্ট। আনাস ইবন্ মালিক (রাঃ) হতে কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে বলে বলা হয়েছে। সব বর্ণনাই ইবন জারীর (রহঃ) তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (তাবারী ১৮/১৩৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা কর। কেননা ওটাই সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। ওখান হতেই জান্নাতের নাহরগুলি প্রবাহিত। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫)

এটাই হবে তাদের অতিথিশালা। সেখানে তারা অতিথি হিসাবে চিরকাল অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবেনা এবং বের হওয়ার তারা কামনাও করবেনা। কেননা ওর চেয়ে সুখময় স্থান আর নেই। সেখানে সর্বপ্রকার উচ্চ মানের জীবনোপকরণের সুব্যবস্থা রয়েছে। কোন কিছুই অভাব নেই। একের পর এক রাহমাত আসতেই থাকবে। সুতরাং দৈনন্দিন আগ্রহ,

প্রেম-প্রীতি এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। মনে কোন বিরক্তি আসবেনা, বরং ওরই প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন :

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا তারা এর পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করবেনা। অর্থাৎ তারা এটা ছাড়া অন্যটা পছন্দ করবেনা এবং এটা ব্যতীত অন্য কিছু ভালবাসবেনা। এখান ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় তারা যেতেও চাবেনা।

১০৯। বল : আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তাহলেও আমার রবের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে - সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র নিয়ে এলেও।

১০৯. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا
لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ
أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا
بِمِثْلِهِ مَدَدًا

আল্লাহর গুণাগুণ বর্ণনা করে কখনও শেষ করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে মুহাম্মাদ! যদি ভূ-পৃষ্ঠের সমুদ্রসমূহের সমস্ত পানিকে কালি বানানো হয়, অতঃপর আল্লাহর প্রশংসাবলীর ব্যাক্যসমূহ, তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ, তাঁর গুণাবলীর কথা এবং তাঁর নিপুণতার কথা লিখতে শুরু করা হয় তাহলে এই সমুদ্র কালি শেষ হয়ে যাবে, তথাপি তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হবেনা। وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ যদি আরও এই রূপ সমুদ্র আনা হয়, এরপর আবারও এবং এরপর আবারও আনা হয় তবুও সম্ভব নয় যে, আল্লাহর ক্ষমতা, তাঁর নৈপূন্য এবং তাঁর দলীল প্রমাণাদির বর্ণনা শেষ হবে। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أُنْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবেনা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৭)

রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন : সমস্ত মানুষের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় ততটুকু, যতটুকু সমুদ্রের পানির একটি ফোঁটা ওর সমস্ত পানির তুলনায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : সমস্ত গাছের কলমগুলি লিখতে লিখতে শেষ হয়ে যাবে, সমুদ্রের পানির সমস্ত কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে, তথাপি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণাবলীর বাক্যসমূহ তেমনই থেকে যাবে যেমন ছিল। তাঁর গুণাবলী ও প্রশংসা অপরিমিত ও অসংখ্য। কে এমন আছে যে, আল্লাহর সঠিক ও পূর্ণ মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে? এমন কে আছে যে তাঁর পূর্ণ প্রশংসা ও গুণগান করতে পারে? নিশ্চয়ই আমাদের রাব্ব ঐরুপই যেরুপ তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। আমরা তাঁর যতই প্রশংসা করিনা কেন তিনি তার বহু উর্ধ্বে। এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, সারা দুনিয়ার তুলনায় একটি সরিষার দানা যেমন, জান্নাত ও আখিরাতের নি'আমাতরাজির তুলনায় সারা দুনিয়ার নি'আমাত ঠিক তেমনই।

১১০। বল : আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাশে হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কেহকেও শরীক না করে।

۱۱۰. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۖ أَحَدًا.

নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) অন্যান্যদের মতই মাটির তৈরী একজন মানুষ ছিলেন

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন : হে নাবী! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাও : আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর তাহলে এই কুরআনের মত একটি কুরআন তোমরাও নিয়ে এসো। আমি কোন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও নই।

তোমরা আমাকে যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করেছে এবং গুহাবাসীদের ঘটনা সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছে। আমি তাদের ঘটনা তোমাদেরকে বর্ণনা করেছি যা প্রকৃত ঘটনার সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে গেছে। যদি আমার কাছে আল্লাহর অহী না আসত তাহলে আমি অতীতের ঘটনা সঠিকভাবে কি করে তোমাদের সামনে বর্ণনা করতে পারতাম? তোমরা একাত্মবাদী হয়ে যাও, শির্ক পরিত্যাগ কর, আমার দা'ওয়াত এটাই। তোমাদের যে কেহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে বিনিময় ও পুরস্কার পেতে চায় সে যেন শারীয়াত অনুযায়ী আমল করে এবং শির্ককে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। এ দু'টো রুকন ছাড়া কোন আমলই আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আমলে আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং সুনাত মুতাবেক হতে হবে।

মাহমুদ ইব্ন লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শির্ককেই সবচেয়ে বেশি ভয় করছি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ছোট শির্ক কি? তিনি উত্তরে বলেন : রিয়া (লোক দেখানো কাজ)। কিয়ামাতের দিন মানুষকে তাদের আমলের প্রতিদান দেয়ার সময় আল্লাহ তা'আলা বলবেন : যাও, যাদের জন্য তোমরা আমল করতে তাদের কাছেই প্রতিদান প্রার্থনা কর। দেখতো, তাদের কাছে প্রতিদান বা পুরস্কার পাও কিনা। (আহমাদ ৫/৪২৮)

আবু সাঈদ ইব্ন আবি ফাযালা আনসারী (রাঃ) যিনি সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : যখন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব বান্দাদেরকে জমা করবেন এমন একদিন যে দিন সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই, সেই দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন : যে ব্যক্তি তার কোন আমলে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে মিলিয়ে নিয়েছে সে যেন তার ঐ আমলের বিনিময় অন্যের কাছেই চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা শরীকদের শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বেপারোয়া। (আহমাদ ৪/২১৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) তাদের গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (তিরমিযী ৮/৫৯৯, ইব্ন মাজাহ ২/১৪০৬)